পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য।

(সচিত্র।)

(বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা, বিডন্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল থিয়েটার হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা;

গ্রেট ইডেন্ প্রেস, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

মেঃ ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ||০ আট আনা।

উপহার।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু

মহাশয় বরাবরেষু।

আপনার যত্ন, উদ্যোগ, উপদেশ ও হৃদ্গত-ভাব সমুহের সাহায্যে এই "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম; সাদরে গ্রহণ করিলেই, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

১৭ই অগ্রহায়ণ,
১২৯৫ সাল।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়,
তারক চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

প্রস্তাবনা।

প্রথম দৃশ্য।

সরস্বতী নদীতট।

(ত্রিপদভঙ্গ বৃষরূপী ধর্ম্মের, গাভীরূপী পৃথিবীর সহিত একপদে অবস্থান, দূরে শূদ্ররাজ-বেশধারী কলির অবস্থান ও কম্পন, পরীক্ষিত বৃষের সহিত কথোপকথন।)

পরী। বুঝেছি, বুঝেছি, আর আপনাকে ব'ল্‌তে হবে না, আপনি স্বয়ং ধর্ম্ম, তা না হ'লে বধোদ্যত অপকারীর নাম উল্লেখ কোর্‌ছেন না কেন ? (গাভীর প্রতি) আর আপনাকেও চিন্‌তে পেরেছি, আপনি মাতা বসুন্ধরা, গো-রূপ ধারণ ক'রে রোদন কোর্‌ছেন। আপনাদের উভয়ের পীড়নকর্ত্তা দুরাত্মা কলি শূদ্র-রাজ-বেশ ধারণ ক'রে ঐ অদূরে অবস্থিত। আজ আমি ওকে সমুচিত দণ্ড বিধান ক'রে আপনাদের দুঃখ অপনোদন ক'র্‌বো। (অসি নিষ্কাসিত করিয়া কলির প্রতি) আরে রে দুর্ব্বৃত্ত ! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, তুই আমার অধিকার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপন আধিপত্য বিস্তারে যত্নবান্ হ'স্ ? আজ তোকে সমুচিত দণ্ড বিধান ক'র্‌বো।

কলি। মহারাজ ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ! প্রাণবধ কোর্‌বেন না, আমি আপনার শরণাগত। (পরীক্ষিতের পদে মুকুট সংস্থাপন)।

পরী। (স্বগত) কি করি? শরণাগত, এর প্রাণ বিনাশ করা উচিত নয়। বিশেষতঃ কলি কদাচারী, মহাপাতকী ও ধর্ম্মবিলোপকারী হ'লেও এর একটী মহৎ গুণ আছে। আমি ধর্ম্ম-বৃদ্ধ সাধুদিগের উপদেশানুসারে মরাল ও মধুমক্ষিকার ন্যায় অসার ভাগ পরিত্যাগ ক'রে সার অংশ গ্রহণ ক'র্‌বো। কলির প্রাদুর্ভাবে কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতিরেকে শুধু মননে পাপাচার হয় না; কিন্তু মননে ধর্ম্মলাভ হয়। অতএব কলির এই মহৎ গুণের পক্ষপাতী হ'য়ে আমি ওর প্রাণ দান ক'র্‌বো। (প্রকাশ্যে) কলে! শরণাগত-প্রতিপালক গাণ্ডীব-ধন্বা পিতামহ ধনঞ্জয়ের পদ-চিহ্ন অনুকরণ ক'রে আজ তোমায় মার্জ্জনা ক'র্‌লেম; কিন্তু তুমি আমার অধিকার মধ্যে অবস্থান ক'র্‌তে পার্‌বে না।

কলি। হে সার্ব্বভৌম! আপনার তো সর্ব্বত্রই অধিকার। নরনাথ! আমি যেখানে যাই, সেইখানেই বোধ হয় যেন ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে আপনি আমার পশ্চাৎ ধাবমান হচ্ছেন। সেইজন্য আমি ব্যাকুলচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াই, কোথাও নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। এক্ষণে প্রার্থনা এই, যদি দয়া ক'রে প্রাণ দান দিলেন, তবে স্থান দান ক'রে এ অধীনকে নিঃশঙ্কচিত্ত করুন।

পরী। অধর্ম্ম-নন্দন! তোমার কথায় আমি সন্তুষ্ট হলেম। তোমার যখন প্রাণ দান দিয়েছি, তখন অবশ্যই তোমার আবাস-স্থান অবধারিত ক'রে দেব। যে স্থানে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান ও প্রাণীহিংসা হয় এবং যথায় ভোগ্যা স্ত্রীলোক অবস্থান করে, তুমি অকুতোভয়ে সেই সকল স্থানে গিয়া বাস্ কর।

কলি। মহারাজ! এই কয়েকটী অল্পায়ত্ত স্থানে আমার তো সঙ্কোলান হবে না, একটী প্রশস্ত স্থান নিরাকরণ ক'রে দিন, যেখানে আমি মনের সুখে বাস ক'র্‌তে পারি।

পরী। (স্বগত) আর কোন্ স্থান দিই? বনে? না।—কেন না, তা হ'লে কলির প্রভাবে ঋষিদিগের তপের বিঘ্ন হবে। গৃহিদের আশ্রমে?—তাই বা কেমন ক'রে দিই! একে তো গৃহস্থেরা মায়াজালে আবদ্ধ হোয়ে ধর্ম্মকে ভুলে থাকে, তাতে কলি সেখানে প্রবেশ ক'র্‌লে আর কি রক্ষা থাক্‌বে? তা হ'লে স্ত্রী, স্বামীর কথা শুন্‌বে না, পুত্র, পিতার অবাধ্য হবে, অকালে লোক সকল কালের কবলে পতিত হবে। চৌর্য্য, দুর্জ্জনতা ও অলক্ষী সংসার ছারখার ক'র্‌বে। এমন একটী স্থান দিতে হবে, যেথানে কলি স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ ক'র্‌তে পারে—অথচ জীবের কোনরূপে ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত না হয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, কলে! তুমি স্বর্ণের মধ্যে গিয়ে অবস্থান কর।

কলি। যথা আজ্ঞা মহারাজ! আপনার জয় হ'ক্। আমি তবে বিদায় হই।

[কলির প্রস্থান।

(পরীক্ষিত কর্ত্তৃক বৃষের ভগ্নপদত্রয় সংযোজন, বৃষ ও গাভীর অন্তর্দ্ধান, ঋষিগণের প্রবেশ।)

১ম ঋষি। মহারাজ পরীক্ষিতের জয় হ'ক্। আজ আপনি বংশোচিত কার্য্য ক'রে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত ক'র্‌লেন। আজ আপনার বাহুবলে ধর্ম্ম—তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য প্রভৃতি চারিটী পদ প্রাপ্ত হ'লেন।

২য় ঋষি। আমরা সকলে কলির ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছিলেম, আপনিও আজ আপনার পিতৃপিতামহের ন্যায় জগৎ-চিন্তামণি হরিকে আয়ত্তাধীন ক'র্‌লেন। আপনাদের এই সকল মহৎ গুণে ভক্তাধীন ভগবান্ আপনাদের অনুগত ও বশম্বদ ভৃত্য

হ'য়েছিলেন। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, সংসারবন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে সত্বর সদ্গতি লাভ করুন।

পরী। অমোঘঃ ব্রাহ্মণাশীষঃ। (প্রণাম।)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত।

(পর্ব্বতোপরি কলি ও চতুর্দ্দিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির অধোবদনে অবস্থান।)

কলি। হা ধিক্, হা ধিক্! ধিক্ বাহু-বল, ধিক্ সেনা-বল, ধিক্ মন্ত্রণা-বল, ধিক্ কৌশল, ধিক্ উদ্‌যোগ, ধিক্ উদ্যম, ধিক্ পুরুষত্বে! আজ জান্‌লেম যে, দৈব-বল ও ধর্ম্ম-বলের নিকট শেষে সকলকেই পরাভূত হ'তে হবে। আমি অধর্ম্ম-পুত্র কলি, প্রতাপে ত্রিভুবন কম্পিত! এই কামের সহায়ে স্বদর্পে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে তদীয় দুহিতা সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত করিয়ে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করি! ঈর্ষায় দেবরাজ ইন্দ্রকে গুরুপত্নী অহল্যাতে অনুরক্ত করিয়ে সহস্রলোচন ক'রে দিই! এবং চন্দ্রমার কমনীয় কান্তি আমার বিসদৃশ হ'লো ব'লে কদাকার কলঙ্ক-চিহ্ন তার অঙ্গাভরণ ক'রে দিই! এই ক্রোধের সহায়ে দুর্জ্জয় ধূর্জ্জটিকে একাদশ রুদ্র করি! মহা-মানী অহঙ্কারের সহায়ে রসাতল হ'তে সপ্তস্বর্গ ভেদ ক'রে নিরাকার ব্রহ্মকে দেহ-ফাঁদে আবদ্ধ ক'রে জীব নামে পরিণত ক'রেছি! মোহের মোহিনী মায়ায় স্ত্রীলোককে বিমুগ্ধ করি! এই মদের সহায়ে কে না আমার বশীভূত হ'য়েছে? কা'কে বা



বল-মদে, কা'কে বা বিদ্যা-মদে এবং কা'কে বা ঐশ্বর্য্য-মদে আমি সর্ব্বদা বশীভূত করি। আর এই মাৎসর্য্যের সহায়ে সংসার ছারখার করি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অনায়াসে সে দুরারোহ মেরুশৃঙ্গে আরোহণ ক'রে সামান্য বল্মীকাঘাতে পদস্খলিত হ'ল? ক্ষত্রাধম পরীক্ষিত আমায় শাসন কোল্লে? এখন কি উপায়ে পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করি? কিসেই বা ক্ষত্রাধম পরীক্ষিতের বিনাশ হয়? (চিন্তা) হাঁ, সেই ভাল। মায়াবিনী আশাকে স্মরণ করি, সে ভিন্ন এ সময় আর সৎপরামর্শ কে দেয়?

(আশার প্রবেশ।)

আশা।— (গীত)

নিরাশা নীরেতে কেন নিমগন নৃপবর।
কি অভাব স্বভাবেতে হ'ল তব ভাবান্তর॥
আমি আশা মায়াবিনী, সুরাসুর-বিমোহিনী;
চরাচরবাসী লয়ে খেলি, নাথ! নিরন্তর॥

মহারাজ! অধিনীকে স্মরণ ক'রেছেন কেন?

কলি। কুহকিনি! তুমি সত্বর বল, কি উপায়ে দুর্বৃত্ত পরীক্ষিতকে বিনাশ ক'রতে পারি।

আশা। অলক্ষ্মী, মদিরা, ভ্রান্তি ও হিংসাদেবীকে ত্বরায় তার সকাশে অলক্ষিত ভাবে প্রেরণ করুন, তা হ'লেই পরীক্ষিত বধের উপায় আর ভাব্‌তে হবে না।

কলি। হাঁ, উত্তম কল্পনা বটে। তুমি দীর্ঘজীবিনী হ'য়ে অকুতোভয়ে সংসারে বিচরণ কর। আমি তাদের প্রেরণ ক'রতে এক্ষণে স্বয়ং গমন করি।

সকলে। জয়, অধর্ম্ম-পুত্র মহারাজ কলির জয়!

[সকলের প্রস্থান।

স্তূপাকারে নানা কুসুম চয়ন ক'র্লেম। যা হোক্, আজ কিন্তু ভাই মধুব্রতদের ব্রত ভঙ্গ ক'র্তে গিয়ে বড় বিব্রত হয়েছিলেম। তারা কুসুম-ভ্রষ্ট হ'য়ে রাগে ঝঙ্কার দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আমার দিকে তাড়া ক'রেছিল, ভাগ্যে তুমি নিবারণ ক'রেছিলে, নইলে তারা বিলক্ষণ প্রতিশোধ নিত।

প্রিয়। না সখি! সেটী আমাদের বুঝ্বার ভ্রম হ'য়েছিল। সুরসিক মধুকরেরা তো রাগে ঝঙ্কার দিয়ে তোমার প্রতি তেড়ে আসেনি, তোমার প্রফুল্ল মুখ-কমল দেখে অনুরাগে আনন্দ-গীত ক'র্তে ক'র্তে তোমার অনুসরণ ক'রেছিল। আমি বুঝ্তে না পেরে আঁচল নেড়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। সে যা হোক্, সখি! কুসুম চয়নে আমরা বড় শ্রান্ত হ'য়েছি, চল, ঐ সরোবরের তীরে ব'সে হংসগণের জল-খেলা দেখিগে।

কেশিনী। হাঁ ভাই, তাই করিগে চল। (উভয়ের গমন করিতে করিতে) আচ্ছা, সখি! সে দিন যে রাজমহিষী ইরাবতীর কনিষ্ঠা ভগ্নী মিশ্রকেশী দেবী তাঁর সহচরীদ্বয় সমভিব্যাহারে এখানে এলেন, তার কারণ কি? তিনি অনূঢ়া যুবতী, এ সময়ে কি যদৃচ্ছাচারিণীর ন্যায় তাঁর যেথা সেথা বেড়ান উচিত?

প্রিয়। ও বোন্, বড় লোকের বড় কথা। ও সকল বিষয়ে আমাদের মুখ থাক্‌তে বোবা—চোক্ থাক্‌তে কাণা হওয়া উচিত। কি জানি, কেউ ঘুণাক্ষরে টের পেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? ঈর্ষাপরতন্ত্রা রাজমহিষী ইরাবতীই বা এ গুলো দেখে কেমন ক'রে চুপ্ ক'রে আছেন?

কেশিনী। কে জানে বোন্, ছুঁড়ি কি মায়া জানে! রাজমহিষী ওদের কাণ্ড কারখানা দেখে হতভম্বা হ'য়েছেন। তাঁর আর আগেকার মত সে তেজটুকু নাই, এখন ছোট ভগ্নীর রকম সকম দেখে অবুতবু হ'য়ে গেছেন।

প্রিয়। আমার বোধ হয় মিশ্রকেশী দেবী কোন মায়াবিনী, কখনই উত্তর-রাজ-দুহিতা নন।

কেশিনী। আমারও ভাই সে বিষয়ে বড় সন্দেহ। যা হোক্, রাজমহিষী গোপনে তাঁর পিতৃভবনে লোক পাঠিয়েছেন, সে আজকালের মধ্যে এখানে আস্‌বে, তা হ'লে সব জানা যাবে।

নেপথ্যে।—　　　　গীত।

অপরূপ হেরি, গৌরি, নয়ন তোমার।
সুরা-সিন্ধু সুধা-সিন্ধু মিশে একাধার॥
এ অধীন সযতনে, পি'তেছিল ফুল্ল মনে ;
সহসা হইল কেন বাড়বা সঞ্চার॥

প্রিয়। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজের স্বর শুনলেম্ না ?

কেশিনী। হাঁ সখি, কদলি-গৃহে মহারাজ বোধ হয় সেই মিশ্রকেশীর সহিত প্রেমালাপ ক'র্‌ছেন।

প্রিয়। তবে চল, সখি! আমরা ঐ বৃক্ষান্তরাল হ'তে ওঁদের প্রেমালাপের রসাস্বাদন করিগে।

কেশিনী। না সখি, চল বরং আমরা রাজমহিষীর কাছে গিয়ে এ সংবাদ দিই গে।

প্রিয়। না সখি, তায় কাজ নাই। তাঁদের বোনে বোনে মিল হবে, লাভে হ'তে আমরা বিষ-নয়নে প'ড়্‌ব। বরং গোপনে থেকে দেখা যাক্ শেষে কি হয়।

কেশিনী। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়ন-কক্ষ।

(পরীক্ষিতের প্রবেশ।)

পরী। (স্বগত) আজ আমি কি অন্যায় আচরণ ক'রেছি! মাধুরীময়ী মিশ্রকেশীর মিষ্ট কথায় ভুলে গিয়ে অবৈধ কার্য্য ক'র্‌তে অঙ্গীকার করেছি। মদিরা পান, দ্যূতক্রীড়া ও যজ্ঞ ব্যতিরেকে মৃগয়া করা রাজাদিগের ব্যসন। পিতামহ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হ'য়ে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনচারী হয়েছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র স্বর্ণ-মৃগের অনুসরণ ক'রে সীতাদেবীকে হারিয়েছিলেন। কত শত রাজরাজেশ্বর মদিরা পান ক'রে অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছেন। অহো! স্ত্রীলোক কি মায়াবিনী! মোহিনী মায়ায় বিমোহিত ক'রে পুরুষগণকে অনায়াসে বিপদ-জালে পাতিত ক'র্‌তে পারে। রাজা দশরথ রাজমহিষী কৈকেয়ীর কথায় প্রাণসম প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে দিয়েছিলেন; কিন্তু রাজা দশরথেরই বা কি ব'লে দোষ দিই? ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা অটল, অচল! হেম-রশ্মি যদি প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্যে মার্ত্তণ্ড-তেজ ধারণ করে, তথাপি ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা বিচলিত হবে না। আমি পৃথুনিতম্বিনী মিশ্রকেশীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি যে, স্বয়ং মৃগয়ায় গমন ক'র্‌ব, তখন অবশ্য তাহা সম্পন্ন ক'র্‌ব। ওকি! ওকি! এ গভীর নিশীথ সময়ে কোকিল-কণ্ঠী রমণীর প্লুতস্বর শুন্‌ছি যে! এ সময় তো সকলে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সুখে বিরাম লাভ ক'র্‌ছে, কেবল ঝিল্লীরব ভিন্ন সকলি নিস্তব্ধ। তবে এমন সময়ে কে এ রমণী, ক্রন্দন ক'রে নিঃশব্দ রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'র্‌ছে? একি! একি! অস্ফুট রোদন-ধ্বনি যে

ক্রমেই স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌ল! ওকি! ওকি!! ঐ যে পূর্ব্বদিক সহসা আলোকময়ী হ'য়ে উঠ্‌লো!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী।— গীত।

পরিহরি রাজপুরী আমায় এত দিনে যেতে হ'লো।
কেমনে পাপ-সলিলে পঙ্কজিনী রহে বল॥
শুচি সু-আচার বিনে, কভু রহিতে পারিনে,
ধর্ম্মের সুখ আসনে, অধর্ম্ম আজি বসিল॥

পরী। একি! একি! আপনি কে? পাণ্ডব-রাজলক্ষ্মী কমলা! কেন মা! বিষণ্ণবদনে কেন? একি মা! তুমি রোদন ক'র্‌চ কেন?

লক্ষ্মী। বৎস পরীক্ষিত! তুমি আমায় অপমান ক'রে অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তাই ব'ল্‌তে এসেছি। বৎস! তুমি কুহকিনী মিশ্রকেশীর কথা শুনো না, কদাচ মৃগয়া ক'র্‌তে যেও না।

পরী। মা! আমি যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, ক্ষত্রিয় হ'য়ে কেমন ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌বো?

লক্ষ্মী। তবে, বৎস! আমার দোষ নাই! অবশ্যম্ভাবি নিয়তির নিয়ম ভোগ করগে, আমি এক্ষণে বিদায় হ'লেম।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

কক্ষ।

পরী। একি! একি! মা কোথায় গেলেন? এ অধমকে দেখা দিয়ে চপলার ন্যায় চকিতে কোথায় লুক্কায়িত হ'লেন?

মা! মা! আবার আবির্ভূতা হও মা! মা! বল, কেন মিশ্রকেশীকে কুহকিনী ব'ল্লে? কেনই বা আমাকে মৃগয়ায় যেতে নিষেধ ক'র্‌লে? তাই ত, কৈ, মা ত আর এলেন না! আমার কি ভ্রম হ'ল? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লেম? না, তাই বা কেমন ক'রে বলি! এই ত আমি মৃগয়াবেশে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিচরণ ক'র্‌ছি, না চক্ষুর ভ্রমই হ'য়ে থাক্‌বে, অথবা কল্পনাদেবীর বিচিত্র লীলা! যাই হোক্, ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হবার নয়। যাই, মৃগয়া গমনের উদ্‌যোগ করিগে। (গমনোদ্‌যোগ।)

(ইরাবতীর প্রবেশ।)

কোথা যাও প্রাণনাথ অধিনীরে পরিহরি।
অসময় গুণময় কেন হেন বেশ হেরি॥
প্রবৃত্তি প্রাণি-হিংসায়, অকারণে কেন হয়,
নারি যে বুঝিতে নারী, তাই হে নিবারি॥

আর্য্যপুত্র! শান্ত হও, অধিনীর কথা রাখ, অকারণে প্রাণীবধ ক'রে নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'র না। যদি মৃগ মাংস ভক্ষণ ক'র্‌বার স্পৃহা হ'য়ে থাকে বলুন, আমি এখনি প্রস্তুত ক'রে দিচ্চি।

পরী। প্রিয়ে! তুমি বৃথা কেন নিবারণ কর, আমি মিশ্রকেশীর নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, স্বয়ং মৃগয়া ক'রে তারে মৃগ আহরণ ক'রে দেব।

ইরা। কি, কি, মিশ্রকেশী? আমার প্রিয়ভগ্নী মিশ্রকেশী? তার নিকট আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছেন? মিশ্রকেশী আপনাকে এই অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি করেছে? আশ্চর্য্য! আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনে এ মিশ্রকেশী কে!

পরী। হাঁ দেবি! মিশ্রকেশী। তোমার প্রিয়ভগ্নী মিশ্রকেশী। আমি তার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছি; এক্ষণে বিদায় হই।

[প্রস্থান।

ইরা। মিশ্রকেশী! মিশ্রকেশী! কে সে? সে কি যথার্থই আমার ভগ্নী?—না কোন মায়াবিনী? পিতৃ-ভবনে দূত পাঠিয়েছি, সেওত এখনো ফিরে এল না? যাই, মিশ্রকেশীকে বলিগে মহারাজ তার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছেন, এখন সেই প্রতিনিবৃত্ত করুক।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(নিষাদগণের প্রবেশ।)

সকলে।— গীত।

এই বাগেতে বাগিয়ে চল ভাই,
ঘেরি ঐ আগের বনগুলো॥
গেছো-শনি, পাতি-শনি,
বন-বিবি আর মনুসাকানী,
ব্যাগাত্তা শোন্ কুঁদ্‌ড়ো শনি,
দেখা, বন-বরা আর হরিণগুলো॥

১ম। ঠায় ধায় ঐ হরিণ-ছানা,
চট্ পায় তুই কাঁড়্ বেঁধনা।

২য়। ঐ দেলাং দিলে, আর হ'লো না॥

৩য়। র র, ঐ হুতু আছে ডাকাযুম্,
আগ্লি বটে, বাদাড় ঘেঁসে
লাগিয়ে দে, ভাই, ফাঁদের ধুম্॥

৪র্থ। আজ আস্‌ছে আজা, দেবে সাজা,

১ম। লারে, খেতে দেবে তাজা থাজা।

২য়। গাগ্‌রা ধ'রে, আঁত্‌ড়ি ভ'রে,
শুষ্‌বো কোসে মৌ।

৩য়। ঐ উট্‌কো ঝড়ে, উঠ্‌লো তেড়ে,
হু হু ক'রে হেউ॥

৪র্থ। চক্‌চকাচ্চে সদ্দি মামী,
মেগা মামার কড়্‌কড়ানি।

১ম। ঝন্‌ঝনিয়ে প'ড়্‌লো বাজ,
সাম্‌লানো দায় হ'লো আজ্॥

২য়। সুড়ুৎ দে ভাই বাকুল পানে।

৩য়। নইলে, ছর্‌কোট্টি হবে এ তুফানে॥

[সকলের প্রস্থান।

[মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বিদ্যুৎ।]

(রাজ-প্রতিপালিত ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। রাম রাম, কি নাকাল, কি নাকাল! ঝাপ্‌টার চোটে চেপ্‌টে গিয়ে ভিজে বেড়াল্ হ'য়ে পড়েছি! উদ্‌ঘুটে রাজার বিদ্‌ঘুটে পাল্লায় প'ড়ে নাজেহাল্ হলেম! আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমোদ ক'রে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াব, আমার কি এ সব পোষায়? বাঘ্ তাড়ালুম্ তাড়ালুম্ ক'রে কোথাও ল্যাজ্ আপ্‌সাচ্চে, কোথাও সাত হাত লম্বা ছুঁচ্‌পানা শিং বার ক'রে

খুর আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে আস্ফালন ক'রে বুনো মোষ তেড়ে আস্‌ছে! বাবা! দাঁতালো বরার সাম্‌নে পড়্‌লে আর রক্ষে আছে? আরে পোড়া পেট, তোর দৌরাত্ম্যের জন্যেই তো আমার এই হাড়ীর হাল্ হ'লো! কোথা সকালে উঠে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'র্‌বো, শিবকে কলা দেখিয়ে খপ্ ক'রে তুলে নিয়ে গপ্ ক'রে খেয়ে ফেল্‌বো, রাজমহিষীর নৈবিদ্দির শোঁ তোলা মণ্ডার ঘাড়্ ভাঙ্‌বো, না এই বনে রোপ্‌টে রোপ্‌টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লো। উঃ! কি হোঁচোট্ লেগেছে! একেবারে মাথা শুদ্ধু ঝঞ্জন্ ক'র্‌ছে! আমি আস্‌তেম্ না, ব্রাহ্মণীর কাল্ সাধ হবে, মৃগমাংস খেতে তাঁর সাধ হয়েছে, তাই সহর ছেড়ে তেড়ে ফুঁড়ে রাজার সঙ্গে জঙ্গলে ঢুক্‌লেম; কিন্তু রাজার কথা শুনে প্রাণ চম্‌কে উঠ্‌লো! বাবা! স্বচ্ছন্দে বল্লে, যার কাছ্ দিয়ে হরিণ পালাবে, তারি প্রাণ বধ ক'র্‌বো। হরিণ ব্যাটা কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞানী, সে আর কারো কাছ্ দিয়ে না গিয়ে রাজার কাছ্ দিয়েই পালিয়ে গেল। মহারাজ লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে তার পিছু পিছু ছুটে গেলেন। আমি কেন মিছে জঙ্গলে থাকি, এখন প্রাণ বাঁচিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পাল্লেই বাঁচি। ও বাবা! ও কিরে! একটা পাহাড়ের মত পাঁচপেয়ে জন্তু এই দিকে আমায় তেড়ে আস্‌ছে যে! বাবারে! খেলেরে! মলুমরে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

পরীক্ষিতের প্রবেশ।

পরীক্ষিত। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! আজ আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো কেন? মৃগটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে তড়িৎগতিতে কোথায় পলায়ন ক'র্‌লে? একি, আমিও কোথায় এসে প'ড়্‌লেম! এ যে আশ্রম প্রদেশ! শান্তিদেবীর লীলা-ভূমি! এখানে পশু পক্ষী সকল বিশ্বস্তমনে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'র্‌ছে; কিন্তু কৈ, সে মৃগ কোথায় গেল? আমি যে মিশ্রকেশীকে মৃগয়া কোরে মৃগ মাংস এনে দেব ব'লে স্বীকার ক'রে এসেছি! কৈ, সমস্ত বন-মধ্যে ঐ একটী মৃগ ভিন্ন তো আর অন্য মৃগ দেখ্‌তে পেলেম না। কি হবে! প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় যে! ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া আর প্রাণনাশ হওয়া উভয়ই সমান। বোধ হয় এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তে আমার প্রাণ উপহার দিতে হবে। এখন ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হ'য়েছে, প্রাণ বিকল হ'য়ে প'ড়লো, আর স্থির হ'তে পারি না। কি করি, কোথা যাই, এ সময়ে কে আমাকে জল দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে? অদূরে কে না ঐ দাঁড়িয়ে আছে? কে তুমি?

(অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।)

অশ্বরক্ষক। মহারাজ! আপনার দাস—অশ্বরক্ষক।

পরী। ভাল, ভাল, তুমি এসেছ ভাল হ'য়েছে। শীঘ্র আমার জন্য একটু জল এনে দাও, পিপাসায় আমি বড় কাতর হ'য়েছি।

অশ্ব-রক্ষক। যে আজ্ঞে মহারাজ, আমি এখনি এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

বন।

(অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।)

অশ্বরক্ষক। তাই তো, কোথাও তো জল পেলেম্ না, কি করি, মহারাজের কাছে জল না নিয়ে কেমন করে যাই! হায়, আমি কি হতভাগা, যাঁর অন্ন জলে এ শরীর, তিনি আমার কাছে একটু জল চাইলেন, আমি দিতে পাল্লেম্ না! আমি শুধু হাতে মহারাজের কাছে কেমন ক'রে যা'ব?

[প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বদৃশ্য—আশ্রম।

(যজ্ঞবেদিকোপরি ধ্যানস্থ শমীক ও দূরে পরীক্ষিত দণ্ডায়মান।)

পরী। উঃ, অশ্ব-রক্ষক তো এখনো ফিরে এলনা, তৃষ্ণায় যে প্রাণ যায়, আজ্ জান্‌লেম্ যে নীচ লোকের দ্বারা কখনো কারো উপকার হয় না। যাই, আপনি অগ্রসর হ'য়ে দেখি! আহা, স্থানটী কি মনোরম! আশ্রম-পদ ব'লে বোধ হ'চ্চে, কিন্তু জানি না কার আশ্রম। (অগ্রসর ও ধ্যানস্থ ঋষিকে দেখিয়া) আঃ, হৃদয়! সুস্থ হও! প্রাণ! সমাশ্বস্ত হও। পবিত্র ঋষির আশ্রমে এসেছি, আর ভয় নাই। এখনি দেবোপম ঋষি ফল জল দিয়ে আতিথ্য সৎকার ক'র্‌বেন্, তার আর

কোন সন্দেহ নাই। ঐ যে ঋষি ব'সে আছেন্। (প্রণাম করিয়া) ঋষিবর! ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ বহির্গত হয়, জল প্রদান ক'রে এ দাসকে রক্ষা করুন। একি! ঋষি কি বধির? উনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্চেন্ না? আচ্ছা, আমি আরো উচ্চৈঃস্বরে বলি। ব্রাহ্মণ! আপনি কি বধির?—না ইন্দ্রিয়-সংযম ক'রে ধ্যান কোর্‌ছেন্? যা হোক্, আমি অভ্যাগত, আপনার আশ্রমে এসেছি, অতিথি সৎকার ক'রে এ দাসের দুরবস্থা অপনোদন করুন। আঃ, বুঝেছি, বুঝেছি। অধম ক্ষত্রিয় ব'লে আমায় গ্রাহ্য ক'র্‌ছেন্ না। আমি দেশাধিপতি রাজা, তাতে অভ্যাগত। ব্রাহ্মণ অহঙ্কার ক'রে আমার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ক'র্‌লেন্ না। আজ এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে হবে। এই অহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে দণ্ড বিধান ক'রে সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে আজ নীতি শিক্ষা প্রদান ক'র্‌বো। কি দণ্ড প্রদান করি? (পরিক্রমণ) হাঁ, হ'য়েছে; এই মৃত-সর্পই ঐ অহঙ্কারী ব্রাহ্মণের গলায় দিই। (ধনুষ্কোট্ দ্বারা মৃতসর্প উঠাইয়া ঋষির গলদেশে প্রদান) একি, একি হ'লো! আমার তো আর পিপাসা নাই! অহো! অহঙ্কারে মত্ত হয়ে—মোহেতে আচ্ছন্ন হয়ে আজ-আমি একি ক'র্‌লেম্! সামান্য পিপাসায় ব্যাকুল হ'য়ে সমাধিস্থ ঋষির অপমান ক'র্‌লেম! ধিক্, ধিক্! আমি কি কুলাঙ্গার, কি নরাধম! রাজা হ'য়ে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা অতিক্রম ক'র্‌লেম্! আমা হতে আজ পাণ্ডবকুল কলঙ্কিত হলো।

গীত।

হা হা পাণ্ডবনাথ কৃষ্ণ!
কোথা আছ, নাথ, একবার এসে দেখে যাও।



আপনি পাণ্ডব-সভায়, (ওহে ও দীননাথ।)
স্বয়ং যে ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করিতেন,
আমি গর্ব্বিত হ'য়ে
আজ সেই ব্রাহ্মণের অপমান ক'র্‌লেম।
হায় হায়, এ তো ব্রাহ্মণের অপমান নয়,
এ যে আমার পৈতৃক ধন বনমালীর
অপমান হ'লো রে।
ঋষি সমাধিতে, কৃষ্ণপদে
মনোনিবিষ্ট হ'য়ে আছেন,
আমি আজ সেই হরির অপমান কর্‌লেম।
(ওকি হবে, হবে আজ, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত
কি হবে, হবে হে।)
এখন কোথায় পাণ্ডবকুল-নাথ!
একবার এসে দেখা দাও হে।

(অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।)

অশ্ব-রক্ষক। মহারাজ! ঋষির আশ্রমে জল পান করে-ছেন কি? একি মহারাজ! আপনি রোদন কর্‌ছেন কেন?

পরী। অশ্ব-রক্ষক! আজ যে কি কুকর্ম্ম করেছি তা তোরে আর কি বল্‌বো! সামান্য পিপাসায় কাতর হ'য়ে সমাধিস্থ ঋষির অপমান করেছি।

অশ্ব-রক্ষক। মহারাজ! আপনি ব্রাহ্মণের অপমান কিসে কর্‌লেন্?

পরী। অশ্ব-রক্ষক! ঐ দেখ—ঐ দেখ, ঋষি আমার কথায় উত্তর দেননি ব'লে তাঁর গলায় মৃত সর্প দিয়েছি।

অশ্ব-রক্ষক। তা ভয় কি মহারাজ! উনি তো এখনো ধ্যানস্থ আছেন, কিছুই টের পাননি, এই বেলা কেন ওঁর গলা থেকে সাপ্‌টা ফেলে দিননা।

পরী। (গীত।)

ওরে তুই সামান্য মানব,
নাহিক কিছু জ্ঞান তব।
কেমনে জানিবি ব্রাহ্মণের মান তুই,
ঋষিধ্যানেতে নিমগ্ন—তাঁর বাহ্যজ্ঞান নাই;
ঋষি নয়ন মুদে ভাবেন কেবল নীলনীরদশ্যাম।
কিন্তু পাণ্ডবকুল-নাথ ভগবান্ যে
ওর হৃদয়ে ব'সে দেখছেন,
আমি আজ ব্রাহ্মণের অপমান ক'রেছি রে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নদীতট।

(শৃঙ্গি ও ঋষিবালকগণ।)

সকলে। (গীত।)

আয় আয় না ভাই সবাই মিলি,
করি আজ জল-কেলি ফুল্লমনে।
ভানুতাপে তাপিত তনু চল জ্বালা জুড়াই জীবনে॥

১ম। আমি ডুব দিয়ে তোর পা ধ'রব।
২য়। আমি সাঁতারে ওপারে যাব ;
৩য়। তোদের চোখে মুখে জল ছিটাবো,
(তোদের) বামুন বলে আমি মানিনে।

শৃঙ্গি। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই সামান্য ঋষিপুত্র হ'য়ে আমার গায়ে জল দিবি ?

১ম। শৃঙ্গি! তুই আর গৌরব করিস্ নে, এখন তুইও যে, আমিও সে। আগে তোকে বড় ঋষির পুত্র বলে জান্‌তেম ; কিন্তু এখন আর তা বলবো না।

শৃঙ্গি। কেন বলবিনি, আমার পিতার মত কি সিদ্ধ ঋষি এ আশ্রমে আর কেউ আছে ?

২য়। হাঁ, তা টের পাওয়া গেছে, তোমার পিতা যে সিদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা রাজা পরীক্ষিত হ'তে আজ জান্‌তে পেরেছি।

শৃঙ্গি। কেন কেন কিসে ? রাজা পরীক্ষিত কি করেছেন ?

২য়। তিনি পিপাসায় কাতর হ'য়ে তোমার পিতার আশ্রমে অতিথি হয়েছিলেন, তিনি অতিথি সৎকার করেননি ব'লে, রাজা পরীক্ষিত তাঁর গলায় একটা সাপ জড়িয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণ হয় তো তোমার পিতা মরে গেছেন।

শৃঙ্গি। কি বল্লি ভাই, আমার পিতা নাই ? আমার পিতা নাই ? রাজা পরীক্ষিত তাঁর গলায় সাপ জড়িয়ে দিয়েছেন! তাই তো, রাজা প্রজা-রক্ষক হ'য়ে এমন অধর্ম্ম কর্ম্ম করলেন! কি আশ্চর্য্য! প্রতিপালিত ভৃত্য প্রভুর অপমান করতে সাহসী হ'ল! দ্বাররক্ষক কুক্কুর প্রতিপালকের পাদ দংশন কল্লে ? ব্রাহ্মণেরা না ক্ষত্রিয়কে গৃহরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তারা কি প্রকারে আবার তাদের পাত্রে ভক্ষণ করতে সাহসী

হয়! দুর্জ্জন-দমনকারী মধুসূদন হরি স্বর্গে গমন করেছেন বলে কি রাজা পরীক্ষিত মর্য্যাদা অতিক্রম করেছে? আমি এখনি সে পাপিষ্ঠের শাসন কর্‌ছি। বয়স্যগণ! দেখ দেখ, এস, আজ ব্রহ্মতেজের কি অলৌকিক ক্ষমতা! (এক গণ্ডুষ জল লইয়া) যদি আমি সিদ্ধ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করে থাকি, যদি শ্রীহরির পদে পিতার মতি থাকে, তা হলে যে কুলাঙ্গার ধর্ম্মত্যাগ ক'রে আপন মর্য্যাদা ত্যাগ ক'রে, আমার পিতার অবমাননা করেছে, আমার আজ্ঞাক্রমে আজ হতে সপ্তমদিবসে দুরন্ত তক্ষক-দংশনে তার প্রাণত্যাগ হবে। (জল পরিত্যাগ)

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

(শমীক ঋষি বেদী উপরি ধ্যানোপবিষ্ট—
শৃঙ্গির প্রবেশ।)

শৃঙ্গি। হা পিতঃ! হা পিতঃ! আজ তোমার একি শোচনীয় অবস্থা! ভগবান্ হরির চরণে চিত্তসংস্থাপিত ক'রে নিশ্চিন্ত রয়েছেন, এমন সময় তোমার এই দুর্দ্দশা ক'রে কোন্ পাষণ্ড সেই শ্রীহরির অপমান কল্লে?

শমীক। (ধ্যানভঙ্গে) একি একি পুত্র! তুমি কি জন্য রোদন কর্‌চ? কেউ কি তোমার অপকার করেছে?

শৃঙ্গি। না পিতঃ! আমার অপকার কেউ করেনি, আপনার গলে যে সর্প।

শমীক। তাইত, এ যে মৃত-সর্প দেখ্‌ছি! বোধ করি কোন পক্ষীর চঞ্চু-ভ্রষ্ট হয়ে আমার অঙ্গে পতিত হয়েছে।

শৃঙ্গি। না পিতঃ! দুরাচার রাজা পরীক্ষিত গর্ব্বে মর্য্যাদা অতিক্রম ক'রে, আপনার গলে মৃত-সর্প বেষ্টন ক'রে দিয়েছে। শুন্‌ছি সেই পাপিষ্ঠ নাকি মৃগয়া ক'র্‌তে এসেছিল, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হয়, আপনি ইন্দ্রিয়সংযম ও আত্মসংযম ক'রে ভগবান্ বাসুদেবের চরণে প্রাণ মন সংস্থাপন ক'রে রেখেছিলেন, সুতরাং সেই পাপিষ্ঠকে লক্ষ্য বা তার সম্ভাষণে কর্ণপাত করেন নাই। কুলাঙ্গারের আতিথ্য-সৎকার হয় নাই ব'লে, ক্রোধে আপনার গলায় মৃতসর্প দিয়ে গেছে।

শমীক। শৃঙ্গি! এ যে মৃত-সর্প, এতে ভয় কি? আমি যে শ্রীহরির পদ-পঙ্কজ হ'তে অমৃতরস পান কর্‌ছিলেম, তখন যদি জীবন্ত সর্প আমায় দংশন কর্‌তো, তা হলেও কোন ভয় ছিল না। আহা, আমি কি দুর্ভাগ্য! বৈষ্ণব-চূড়ামণি রাজা পরীক্ষিত আমার গৃহে অতিথি হ'য়েছিলেন, আমি তাঁর কোন সৎকার কর্‌তে পারিনি। তিনি পিপাসায় কাতর হ'য়ে জল যাচ্ঞা করেছিলেন, আমি তাও তাঁরে দিয়ে তাঁর তৃপ্তিসাধন কর্‌তে পারিনি! কিন্তু শৃঙ্গি! রাজা পরীক্ষিত যে মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, মৃত-সর্প গলায় দিয়ে সেই বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। কেন না, অতিথি যে গৃহীর গৃহ হ'তে নিরাশ হয়ে ফিরে যান, তিনি তার সঞ্চিত পাপ-রাশি সেই গৃহস্থকে দিয়ে তার পুণ্যরাশি সকল ল'য়ে চলে যান; কিন্তু পুণ্যশ্লোক রাজা পরীক্ষিত নিজে নিষ্পাপ, আর পাছে ব্রাহ্মণের কষ্ট-সাধ্য তপার্জ্জিত পুণ্যটুকু তাঁতে অর্শায়, তাই তিনি মনে বিচার ক'রে—আমার এই দণ্ডবিধান ক'রে—আমার তপস্যার পুণ্যটুকু রক্ষা করে গেছেন্।

শৃঙ্গি। পিতঃ! অধম ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণে দণ্ড করবে? সেই গর্ব্বিত রাজা অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে মর্য্যাদা অতিক্রম করেছে ব'লে, আমি কিন্তু তাকে শাপ প্রদান করেছি।

শমীক। একি সর্ব্বনাশ! শৃঙ্গি! শৃঙ্গি! তুই কি করেছিস্! বল্ বল্, সত্বর বল্, তুই বৈষ্ণব-চূড়ামণি মহারাজ পরীক্ষিতকে কি শাপ দিয়েছিস্? চুপ্ ক'রে রইলি যে? শীঘ্র বল্, কি শাপ দিয়েছিস্?

শৃঙ্গি। (মস্তক অবনত করিয়া) পিতঃ! অদ্য হোতে সপ্ত দিবসে নাগরাজ তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে।

শমীক। (গীত।)

শৃঙ্গিরে, হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্!
যে ভগবান্ নারায়ণ, উত্তরার গর্ভে প্রবেশ ক'রে,
(মনে পড়েরে, পড়েরে, ভারত-যুদ্ধ অবসানের কথা,)
(সেই নর-নারায়ণ রূপ মনে পড়েরে, পড়েরে,)
অশ্বত্থামার ব্রহ্ম-অস্ত্র স্বীয় বক্ষে ধারণ ক'রে,
বৈষ্ণব-চূড়ামণি পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলেন,
আজ্ তুই সেই ভগবৎভক্ত পরীক্ষিতকে
তক্ষকদংশনে মৃত্যু হবে ব'লে শাপপ্রদান করিলি!
হা পুত্র, তুই বালক, ও তোর অল্প-বুদ্ধি,
তাই সামান্য অপরাধে, পরীক্ষিতে গুরু দণ্ড দিলি।
(কেন এমন করিলি রে,)
(কৃষ্ণপরায়ণ পাণ্ডুবংশে কেন ব্রহ্মশাপ দিলি রে,)
শ্রীহরি পরিরক্ষিত, পরীক্ষিতের মৃত্যু হ'লে,
ভক্তবৎসল হৃদয়ে বড় ব্যথা পাবেন,
শৃঙ্গিরে সেই অপরাধে

বোধ হয় আর ভগবান্ আমাদের প্রতি
দয়া ক'র্‌বেন না।

শৃঙ্গি।　　　　গীত।

পিত গো তবে আমার কি হবে?
বোধ করি অন্তিমে ভব-কাণ্ডারী
আমাদের ভবার্ণবে আর পার ক'র্‌বেন্ না।
তখন ব'ল্‌বেন্ যে, তুই আমার অভিমন্যু-পুত্রকে
শাপ দিয়ে প্রাণে মেরেছিস্
তোরে আর পার ক'র্‌বো না;
সেই ভবার্ণবের অপর পারে পার ক'র্‌বো না।
তবে বল বল পিতা　　কি হ'বে কি হ'বে,
যাইতে সে ভবপারে।
ধ্যানধারণায়,　　আজীবন যাপি'
যোগীগণ যাহে তরে॥
(উপায় ব'লে দাও, ব'লে দাও,)
(ভবার্ণবে পার হবার উপায় ব'লে দাও,)
(কোন্ বেলায় আছে হরিনামের ভেলা,)
(হরি-চরণ-ভেলা, প্রেম-তরঙ্গে ভাস্‌ছে কোথায়,)
বল পিতঃ এখন কি উপায়ে,
সেই দীনবন্ধু দীনের প্রতি দয়া করেন্।

শমীক। পুত্র! ক্ষান্ত হও। তুমি রাজাকে যে শাপ দিয়েছ, তাহা প্রত্যাহরণ কর।

শৃঙ্গি। পিতঃ! আমার বাক্য মিথ্যা হবার নয়, রাজা পরীক্ষিতকে নিয়তিনিয়মে লোকান্তর গমন ক'র্‌তে হবে।

শমীক। গীত।

হে ভগবান্ নারায়ণ,
হে সর্ব্ব-সাক্ষি-স্বরূপ দেবাদিদেব বাসুদেব,
আমার এই অপরিণত বালক,
অজ্ঞান বশতঃ
আপনার নিরপরাধে ভক্তের অনিষ্ট ক'রেছে ;
আপনি দয়াময়,
দয়া ক'রে এ দোষ গ্রহণ ক'র্‌বেন না।

কিন্তু শৃঙ্গিরে! এমন ভগবৎভক্ত ধার্ম্মিক পরীক্ষিত যে তক্ষক দংশনে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বেন্, এ বিষয় তাঁকে জানান উচিত। হাঁ, ঐ যে, প্রিয়শিষ্য গৌরমুখ এখানে আস্‌ছে, ওকে দিয়ে মহারাজকে সংবাদ দিই।

(গৌরমুখের প্রবেশ।)

গৌর। (প্রণাম করিয়া) একি প্রভু! আপনি ক্রন্দন ক'র্‌ছেন, এর কারণ কি ?

শমীক। গৌরমুখ! শৃঙ্গি আজ বড় অন্যায় কার্য্য ক'রেছে, বৈষ্ণব-চূড়ামণি রাজা পরীক্ষিতকে অভিসম্পাত ক'রেছে যে, অদ্য হ'তে সপ্তম দিবসে তক্ষকদংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। অতএব তুমি শীঘ্র গিয়ে রাজা পরীক্ষিতকে বলগে যেন তিনি মৃত্যু জন্য প্রস্তুত হন্।

গৌর। আজ্ঞে, আমায় কেন, আমি কেমন কোরে যাব।

প্রভু! আমাকে স্থানান্তরে যেতে হবে, আপনাকে একবার প্রণাম করতে এসেছি, এখন অনুমতি করুন যাই।

শমীক।　　গীত।

শৃঙ্গিরে দেখ দেখ, তুই আজ কি অনিষ্ট ক'রলি।
এখনো রাজা পরীক্ষিত মরেন নাই,
এখনো তিনি সপ্তদিন জীবিত থাকবেন,
এরি মধ্যে কলি আপন অধিকার
এত বিস্তার ক'রেছে যে,
শিষ্য হ'য়ে গুরুকে অবজ্ঞা ক'রে
তার কথা উপেক্ষা করছে।
শৃঙ্গিরে দেখ দেখ,
এখনো রাজা পরীক্ষিত মরেন নাই।

গৌর।　　গীত।

গুরো গো! আমায় ক্ষমা কর।
আমি এখনি যাব;
কিন্তু এ অপ্রিয় কথা রাজাকে বলতে
আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হবে!
তাই যেতে আগে স্বীকার পাইনি
প্রভু গো অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শমীক। তবে যাও গৌরমুখ! ত্বরায় গিয়ে রাজাকে সংবাদ দাওগে।

গৌর। প্রভু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি যাচ্চি।

[একদিকে গৌরমুখ ও অপরদিকে পিতা পুত্রের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সিংহদ্বার।

(পরীক্ষিত আসীন।)

(জন্মেজয় জলপাত্র লয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান।)

পরী। হায়, আজ আমি কি ক'র্‌লেম্! ধিক্ ধিক্, আমার ন্যায় দুশ্চরিত্র, অবনীতে বোধ হয় আর নাই। আমি এম্‌নি মূঢ় যে, প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজ বুঝ্‌তে না পেরে আজ নিরপরাধে ঋষির অপমান ক'রে ভগবান্ হরিকে অবজ্ঞা ক'রেছি! হে পাণ্ডবনাথ মধুসূদন! অবিলম্বে আমার এই দুষ্কৃতির দণ্ডবিধান ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। আমার পুত্র পৌত্রাদি যদি আমার পাপে দণ্ড ভোগ ক'রে, তাহ'লে আমার তো প্রায়শ্চিত্ত হ'লো না, আমি স্বয়ং দণ্ডভোগ ক'র্‌লেই জন্ম জন্মান্তরে আর কখনও এমন কাজ কর্‌বো না। আমি মহাপাপী, আজ আমার রাজ-সৈন্য অক্ষয় ভাণ্ডার ব্রহ্ম-কোপানলে দগ্ধ হ'ক্; কিন্তু হায়, এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন? বোধ হয় ঋষির এখনও ধ্যানভঙ্গ হয়নি। যতক্ষণ না ঋষির কাছ থেকে সংবাদ আসে, আমি এই ভাবে এই স্থানে অবস্থান ক'র্‌বো।

(মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। একি একি, মহারাজ! আপনি এখানে কেন? নিরাসনে কেন?

পরী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও উর্দ্ধে দৃষ্টি।)

সভাসদ্। কৈ মহারাজ কিছুই উত্তর দিলেন না?

মন্ত্রী। মহারাজ মৃগয়া হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে এই আস্‌চেন শীঘ্র অনুসন্ধান কর শেষ পর্য্যন্ত মহারাজের সঙ্গে কে ছিল।

(অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।)

অশ্ব-রক্ষক। আজ্ঞে, বরাবর এ দাসই মহারাজের সঙ্গে ছিল।

মন্ত্রী। কে তুমি—অশ্ব-রক্ষক? মহারাজের এমন অবস্থা কেন হ'লো বল দেখি?

অশ্ব-রক্ষক। আজ্ঞে, তা বল্‌তে পারিনি। তবে মহারাজ সেই হরিণটীর অনুসরণ ক'রে বহুদুর গিয়ে শেষে ক্লান্ত হ'য়ে একটী বটবৃক্ষের মূলে গিয়ে বস্‌লেন, আমি ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হই, আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ব্যগ্রভাবে বল্লেন, "অশ্ব-রক্ষক! শীঘ্র জল আনয়ন কর, পিপাসায় প্রাণ যায়।" আমি রাজাদেশে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'র্‌লেম কোথায় জল পেলেম না। তারপর আমি মনের দুঃখে ফিরে এসে আর দেখা না ক'রে একটী গাছের ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। খানিক পরে দেখি, মহারাজ এই ভাবে রোদন ক'র্‌তে ক'র্‌তে বাটীর দিকে গমন ক'র্‌ছেন। আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ এলুম।

মন্ত্রী। তবে মহারাজ পিপাসাতুর হ'য়েছেন। কে আছ, শীঘ্র সুশীতল জল আনয়ন কর।

অশ্ব-রক্ষক। আজ্ঞে রাজ-মাতা উত্তরা দেবী—রাজমহিষী ইরাবতী ও রাজপুত্র জন্মেজয় বিস্তর চেষ্টা পেয়েছেন; কিন্তু মহারাজ কারো কথায় কোন উত্তর না ক'রে এই ভাবে বসে আছেন। রাজপুত্র স্বয়ং ব্রাহ্মণদের সংবাদ দিতে দূত পর্য্যন্ত পাঠিয়ে ঐ দেখুন জলপাত্র হাতে ক'রে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

(গৌরমুখের প্রবেশ।)

জন্মে। (গীত।)

ওগো, ঋষিকুমার! একবার এসে দেখ দেখ,
পিতা কেন এমন হলো!

ধরাসনে বসি করেন রোদন,
ভানুতাপে তাপিত তনু, পিপাসায় প্রাণ আকুল,
আমি জলপাত্র লয়ে কাতরে ডাকিনু তায়,
উত্তর না পেয়ে—নৈরাশ হ'য়ে,
দ্বারে এসে দেখি তোমায় ;
মোর অনুরোধ (এস ত্বরা,)
বল হে পিতারে করিবারে জল পান ;
আমি চিরদিন জানি, ধার্ম্মিক-চূড়ামণি,
ব্রাহ্মণের সদা রাখেন মান ॥

গৌর। (নিরুত্তর)

জন্মে। বোধ হয় ইনি মৌনব্রত অবলম্বন ক'রেছেন, ইনি আমার পিতাকে জল দেবেন না। আমি অন্য ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিগে।

গৌর। (গীত।)

ওরে রাজকুমার ! আর কি রাজার তৃষ্ণা আছে রে
(ভবের পিপাসা এ জন্মের মত ঘুচেছে,)
রাজার সকল তৃষ্ণা ঘুচে গেছে।
আমি শমীক ঋষির নিকট হ'তে এসেছি,
রাজারে জানাতে তাঁর পিপাসা শান্তি হ'য়েছে।

পরী। ঋষিকুমার ! আসুন আসুন !

(গীত)

যারে তোরা, ত্বরা এনে দেরে মোরে,
গোপিচন্দন তুলসী-মালা।

আমি ত্যজিব রে বাস, খুলে নে এ বাস,
দেরে বহির্ব্বাস আর মৃগ-ছালা॥
ওরে মিছে ক'রে অভিমান,
ক'রেছি ব্রাহ্মণের অপমান;
এখন কোথা ওহে নারায়ণ, বিপদ-তারণ মধুসূদন,
একবার ব্রজের নটবর বেশে, হৃদ্‌পদ্মাসনে ব'সে,
যুগলরূপে দাসে দেহ দরশন।
নাথ! হেরে ও ঋষিকুমারে, ভয়ে যে প্রাণ শিহরে;
এ বিপদে, ভাবি মনে নয়ন মুদে তোমায় ডাকি,
আঁখি মুদ্‌লে পরে, আমি ভূত ভবিষ্যৎ সমান দেখি;
নিবিড় অন্ধকার বই আর কিছু দেখ্‌তে পাইনে যে হে!
পাছে ওঁর কথায় মোর প্রাণ বাহির হয়,
তাই দয়াময়, পরাণ ভ'রে ডাকি তোমায় এই বেলা॥

গৌর।　　　(গীত)

আহা, এমন রাজা তো আর দেখি নাই রে।
এমন সাধু রাজা তো আর দেখি নাই রে॥
আহা, কেমন ক'রে সেই নিঠুর বাণী
এমন বৈষ্ণবচূড়ামণিকে শোনাব রে॥
ওহে গুরুপুত্র! এমন কোমল দেহে
তেমন দারুণ শাপ দেওয়া তোমার ভাল হয় নাই॥

পরী। ঋষিকুমার! আসুন আসুন! আপনি শমীক ঋষির আশ্রম হ'তে এসেছেন, তা এ দাস জান্‌তে পেরেছে। এখন সত্বর বলুন, ঋষিবরের কি ধ্যানভঙ্গ হ'য়েছে?

গৌর। হাঁ মহারাজ, এখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হ'য়েছে।

পরী। ঋষিকুমার! আমার মনে বড় একটী সন্দেহ হ'য়েছে। আপনি দয়া ক'রে যদি সে সন্দেহ ভঞ্জন করেন, তা হ'লে আপনার চরণে বিক্রীত হব।

গৌর। কি সন্দেহ মহারাজ?

পরী। আমি পিপাসায় কাতর হ'য়ে বিনয় ক'রে ঋষিকে কত ডেকেছিলেম, তাতে তো তখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় নি; কখন তবে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হ'লো?

গৌর। মহারাজ! আপনি যখন ডেকেছিলেন তখন আমার গুরুদেবের মনরূপ ভ্রমর তাঁর হৃদয়-সরোবরে শ্রীহরির পাদপদ্মের মধুপান কর্‌ছিলেন, তাতেই তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় নি। কিন্তু যখন শৃঙ্গি আপনাকে অভিশম্পাত কর্‌লেন, তখন ভগবান্ হা শৃঙ্গি! তুই আমার পরীক্ষিতকে শাপ দিলি, এই ব'লে শ্রীহরি অত্যন্ত চঞ্চল হ'লেন; তখন আমার গুরুদেবের মনরূপ ভ্রমর চঞ্চল-পাদপদ্মের মধু আর স্থির হ'য়ে পান ক'র্‌তে না পেয়ে বহির্ম্মুখ হ'লো, তাতে আবার স্নেহের পুত্র শৃঙ্গি সেই সময় গিয়ে তাঁকে ডাকাতে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হ'লো। মহারাজ! মহর্ষি শমীক কোন দণ্ডবিধান করেন নাই, তাঁর বালক-পুত্র শৃঙ্গি আপনাকে অভিশম্পাত ক'রেছেন।

পরী। আমি যে গুরুতর অপরাধ ক'রেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে? এখন কি অভিশম্পাত প্রদান ক'রেছেন আপনি বলুন।

গৌর। ভো ভগবন্! আমার কোন অপরাধ নাই। আমি গুরুর আদেশে তোমায় নিদারুণ কথা বল্‌তে এসেছি। আজ হ'তে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে তোমার প্রাণ যাবে।

১ম সভা। হায়, হায়, একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ!

২য় সভা। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ হ'লো যে ?

৩য় সভা। হা ঋষিকুমার! তুমি একি নিদারুণ বাক্য শুনালে, যে পাণ্ডবকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিতকে তক্ষক দংশন ক'র্‌বে !

মন্ত্রী। হা ঋষিকুমার! যে মহারাজ পরীক্ষিত দুরন্ত কলি দমন ক'রে আপনাদের তপস্যার বিঘ্ন বিনাশ ক'রেছেন, আপনি তাঁকে কেমন ক'রে এমন নিদারুণ বাক্য শুনাচ্চেন ? শীঘ্র শাপ প্রত্যাহরণ করুন, মহারাজকে রক্ষা করুন, আমাদের সকলের প্রাণ দান করুন।

গৌর। ভো মন্ত্রি! ভো সভাসদ্‌গণ! আমার এতে কিছু দোষ নাই। গুরুতনয় শৃঙ্গি বালক হ'য়ে রাজাকে যে এই দারুণ শাপ দেছেন, গুরু আমার শুনে ব্যথিত হ'য়ে আমায় দিয়ে রাজাকে ব'ল্‌তে ব'লেছেন যে, এখনো ত সাত দিন সময় আছে, রাজা যেন শেষের দিনের জন্য প্রস্তুত হন।

পরী।　　　　গীত।

আহা, অধম ক্ষত্রিয় ব'লে,
শৃঙ্গি, তাই কি তুমি নিদয় হ'লে,
কেন সাত দিন পাপ প্রাণ রাখিলে !
আমি ক'রেছি যে ব্রাহ্মণের অপমান,
কেন এখনি গেল না প্রাণ,
আমি তৃপ্ত হ'তেম্‌ তাই হইলে ॥
যে সাত দিন বাঁচিব, সেই সাত দিন,
আমায় দেখে ব'ল্‌বে লোকে,
এই পরীক্ষিত সেই পাণ্ডুকুলের কুলাঙ্গার রে।

যে পাণ্ডব-সভায় ব্রহ্মণ্যদেব হরি,
নিজে ব্রাহ্মণেরি পদ ধৌত করি,
বাড়ায়ে ছিলেন্ মান ;
আজ এই দুরাচার সেই ব্রাহ্মণের,
অপমান ক'রেছে রে ॥

হায় তেমন কথা শোনা অপেক্ষা আমার মরণ হওয়া যে ভাল ছিল! ঋষিকুমার শৃঙ্গি হে! আমার ইচ্ছা হয় তোমায় রাজদণ্ড দিতে, কিন্তু কি আর হবে তা কল্লে।

(গীত।)

তবে এস এস ওহে ঋষিকুমার,
বল গিয়ে সেই গুরুকে তোমার ;
তিনি দয়া ক'রে এ দুরাচারে,
মরণের দিন বলে দিয়ে করিলেন উপকার।
আমি সেজন্য জনমের তরে
সঁপিলাম মনপ্রাণ চরণে তাঁহার ॥

গৌর। (গীত।)

নরাধিপ! তব ভক্তি-ডোরে
বেঁধেছ বেঁধেছ ভব-কাণ্ডারীরে ॥
যাবে অনায়াসে সেই ভব-পারে,
তখন কি ভয় কি ভয় ওহে আর তোমার ॥

[গৌরমুখের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(ইরাবতী পূজায় নিযুক্তা সখীগণ দণ্ডায়মানা।)

ইরা। সখি! একি হ'লো, আমার হাত থেকে ফুল কেন ভুঁয়ে পড়ে গেল! একি আমার অঙ্গ যে অবশ হ'চ্চে! কেনই বা চতুর্দ্দিকে এত হাহাকার রব শুন্‌ছি! ওকি সকলে 'হা মহারাজ পরীক্ষিত' বলে রোদন ক'র্‌ছে কেন? সখি! আমার প্রাণ বড় আকুল হ'য়েছে, একবার মহারাজকে দেখে এস গে।

[একজন সখীর প্রস্থান।

(সখীর পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। রাজমহিষি! রাজমহিষি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

ইরা। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

সখী। বুক ফেটে যায় রাণি, কহিতে দারুণ বাণী,
তক্ষক দংশনে সপ্তম দিনে,
প্রাণ হারাবেন নৃপমণি।

ইরা। (মূর্চ্ছা ও মূর্চ্ছাভঙ্গে) কি বল্লি সখি, আজ পাণ্ডব-বংশে ব্রহ্মশাপ! পাণ্ডবনাথ হরি যে মহারাজকে একবার মাতৃগর্ভে ব্রহ্মঅস্ত্র হ'তে রক্ষা ক'রেছিলেন, আজ আবার তাঁকে ব্রহ্মশাপ! পাণ্ডবনাথ মধুসূদন! তোমার আশ্রিত ভৃত্যের প্রাণ রক্ষা কর!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(ঋষিগণ পরিবৃত বৈরাগ্যভাবে রাজা পরীক্ষিত।)

পরী। ঋষিগণ! আমি পতিত, তাই পতিতপাবনী ভীষ্ম-জননীর চরণে শরণাগত হ'তে গমন ক'র্‌ছি। আর আপনাদের চরণে এই নিবেদন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তক্ষকদংশনে এ অধমের প্রাণ বহির্গত না হয়, ততক্ষণ সকলেই কৃপা ক'রে আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না।

ঋষি। মহারাজ! আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাব? যতক্ষণ আপনি জীবিত আছেন ততক্ষণ আমাদের কলির অধীন হ'তে হবে না, পরে আপনি লোকান্তর গমন ক'ল্লে আমরাও দেহ, মন, প্রাণ সেই বাসুদেবে অর্পণ ক'রে সংসার যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হব।

(জন্মেজয়ের প্রবেশ।)

জন্মে। পিতঃ গো! কোথায় যাও,—কোথায় যাও, আমাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাও!

পরী। ওকি, এই যে আমি তোমায় গুরু কৃপাচার্য্য ও ব্রাহ্মণদের হস্তে সমর্পণ ক'রে রাজ্যে অভিষেক ক'রে এলেম্, আবার কেন তুমি বাধা দিচ্চ?

জন্মে। (গীত)

পিত গো, চরণে ধরি।
আমায় যেওনা পরিহরি॥
আমি শুনেছি যে তোমার মুখে,

গর্ভে ব্রহ্ম-অস্ত্র থেকে,
তোমার প্রাণ রেখেছিলেন প্রাণের হরি।
পাণ্ডবের নাথ সদয় যার,
ব্রহ্মশাপে ভয় কি গো তার ;
এস, পিতা পুত্রে মিলে একবার
ডাকি সেই ভয়-হারী বংশীধারী ॥

পরী। ওরে জন্মেজয় ! যখন আমি মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন থেকে ব্রহ্মকোপানল হ'তে মুক্ত হ'তে পারি নাই। তখন অশ্বত্থামার ব্রহ্ম-অস্ত্র থেকে হরি দয়া ক'রে প্রাণ দান দিয়েছিলেন, সে কেবল পিতামহদের ভালবাস্তেন ব'লে। এখন সে পিতামহগণও নাই, আর কৃষ্ণও মানব-লীলা সম্বরণ ক'রেছেন, তবে কে আর আমায় ব্রহ্মকোপানল হ'তে রক্ষা ক'র্‌বে? ওরে পুত্র! আমার সংসারে আসা সে কেবল ব্রহ্ম-কোপানল ভোগ ক'র্‌তে! বৎস জন্মেজয় রে! আমি ব্রাহ্মণের অপমান ক'রে পাণ্ডবনাথকে হারিয়েছি, আর তাঁকে কেমন ক'রে ডাক্‌ব ? তুমি যাও বৎস! আমার আশা আর ক'রো না, আমি সংসারে আর যাব না।

(ইরাবতীর প্রবেশ)

ইরা। মহারাজ! কোথায় যান্—কোথায় যান্, অধিনীকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যান্। মহারাজ! আমি শুনেছি, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ; আপনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হ'য়েছেন, তাই পতিতপাবনী জননী জাহ্নবীর তীরে প্রায়োপবেশন ক'রে সেই মুমূর্ষু কালের প্রতীক্ষা ক'র্‌বেন্ ; কিন্তু মহারাজ! অধিনীর একটী কথা শুনুন। চলুন, আমরা সকলে গিয়ে ঋষির চরণে ধ'রে ক্রন্দন করিগে, আপনার সমস্ত সাম্রাজ্য তাঁর পদে সমর্পণ

করিগে, প্রাণপুত্তলি জন্মেজয়কে তাঁর চরণতলে ফেলে দিইগে, তা হ'লে কি তিনি দয়া ক'রে, আমাদের ব্রহ্মশাপ হ'তে মুক্ত ক'র্‌বেন না?

পরী। দেবি! এ অধম ব্রাহ্মণের অপমান ক'রে শাপগ্রস্ত হ'য়েছে, যদি তা হ'তে মুক্তি পাবার চেষ্টা করি, তা হ'লে আজ থেকে ব্রাহ্মণকে কেউ আর মান্য ক'র্‌বে না।

(উত্তরার প্রবেশ।)

উত্তরা। হা পরীক্ষিত!—হা পরীক্ষিত! বাপ রে! তোর অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল? ব্রহ্মশাপ—দারুণ ব্রহ্মশাপ! তক্ষক দংশনে সপ্তম দিবসে তোর প্রাণ যাবে? হা বিধাতঃ! অভাগিনী যে জন্মদুঃখিনী! তার এক মাত্র নয়নমণি অপহরণ করা কি উচিত হলো? বাপ রে! তোর দোষ নয়—বিধাতার দোষ নয়, এ সব কৃষ্ণের দোষ। কৃষ্ণ যখন যারে মা ব'লে ডাকেন্, তাকেই হা পুত্র হা পুত্র বলে কাঁদ্‌তে হয়।

পরী। মাগো! আপনি ভগবান্ হরিকে কেন দোষ দিচ্চেন আমারি অদৃষ্টের দোষ।

উত্তরা। (গীত।)

ওরে পরীক্ষিত্,
ত্রেতাতে কৌশল্যা হা পুত্র হা পুত্র
ব'লে কত কেঁদেছিল;
পুনঃ আবার দ্বাপরে দৈবকী ও যশোদা
হা পুত্র হা পুত্র ব'লে কত কেঁদেছিল;
আমি জানি যে,

কৃষ্ণ যাকে মা বলেন্, তাকে হা পুত্র হা পুত্র
ব'লে কাঁদিতে হয় রে।

পরী। মা! কৃষ্ণ-জননীরা কৃষ্ণের জন্য কেঁদেছিলেন; মা! তোমায় তো কৃষ্ণ মা বলে কখনো ডাকেন নি।

উত্তরা।　　(গীত।)

তুই জানিস না রে,
যখন অশ্বত্থামা তোকে ব্রহ্ম-অস্ত্র মারে,
তখন কৃষ্ণ তোরে বাঁচাবেন ব'লে
যখনি আমায় মা মা ব'লে ডেকে
আমার গর্ভে প্রবেশ ক'রেছিলেন,
আমি তখনি জেনেছি যে আমায়,
হা পুত্র হা পুত্র ব'লে কাঁদিতে হবে।
ওরে পরীক্ষিত! এতো তোর দোষ নয়,
এ যে কৃষ্ণের মা বলা দোষে এ সব ঘ'টেছে!
তাই বলি—কৃষ্ণ যখন যারে মা বলেন,
তাকেই হাপুত্র হাপুত্র ব'লে কাঁদিতে হয়।

পরী। মা! শান্ত হও, শান্ত হও।

উত্তরা। পরীক্ষিত! চল, ঋষির চরণে ধরে কেঁদে বলি যে, তোরে তিনি মুক্তি ক'রে আমার তাপিত প্রাণ তক্ষক দংশনে নষ্ট করুন।

পরী। মাগো, তোমায় আর বোঝাব কি, তুমি তো সকলি জান। একবার স্থির হয়ে ভেবে দেখদিকি সংসার কার?—কার জন্যই বা কাঁদ্‌চো? সকলি মায়ার খেলা! মাগো! একবার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মনে কর, পিতামহগণের কীর্ত্তি সকল মনে কর, যাদবগণকে মনে কর, এখন তাঁরা সকলে কোথায়?

উত্তরা। (গীত।)

বৎস রে ! আমি জানি যে,
চক্রীর মায়ায় সংসার পরিপূরিত ;
কিন্তু সন্তানের মৃত্যু হবে জান্‌তে পেরে,
কি মায়ের মন কখনো শান্ত হয় রে।
আমি মনে করি যে রোদন করবো না রে,
তবু প্রাণ কেঁদে ওঠে রে কিছুতেই শান্ত মানে না।
ওরে পরীক্ষিত! তোর অন্তিম সময়
আর আমি তোকে বাধা দিব না,
তুই স্বচ্ছন্দে হরিনাম ক'রতে ক'রতে
হরির চরণে প্রাণ মন অর্পণ ক'র্‌গে।
আয় মা, ইরাবতি ! আয় বৎস জন্মেজয় !
আজ শূন্য প্রাণে শূন্য মনে শূন্য হস্তিনায়
ফিরে যাই চল্‌।
হায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর
যে কান্না বাকি ছিল,
ওরে পরীক্ষিত তোরে দিয়ে আজ
সেই কান্না আমার শেষ হ'লো রে।

[উত্তরা, ইরাবতী ও জন্মেজয়ের প্রস্থান।

পরী। ওহো! মায়াপাশ দুশ্ছেদ্য! এ হ'তে মুক্তিলাভ করা বড় কঠিন। হে ঋষিগুলি! এ অধমের প্রতি যদি সকলে আপনারা দয়া ক'রেছেন, তা হ'লে চরমকালের সময়োচিত কাজ ক'রে অধীনকে কৃতার্থ করুন। এখন কি করি?

ঋষিগণ। (গীত।)

হরিনাম সার কর মহারাজ !
ঘুচিবে সংসার-পিপাসা, ভবে যাওয়া আসা ;
সেই শ্রীহরি-চরণ স্মরিলে ॥
কাঁদে দারা সুত ক'রে হাহাকার ধ্বনি,
অভাগী জননী লুটায়ে ধরণী ;
ছাড়িয়ে যাইবে যবে হে, নৃমণি !
(সাথে যাবে না, কেউ তো সাথে যাবে না ;)
(তোমার মরণ পরে কেউ তো সাথে যাবে না ;)
(তোমার জীবন-সখা যারা, তারা মরণ পরে
কেউ তো সাথে যাবে না ;)
তখন শ্রীহরি তোমারে লইবে কোলে ॥
(কে আর দেখিবে ;)
(অন্তিম সময়ে কে আর দেখিবে ;)
(সেই বঙ্কিম শ্রীহরি বিনা—অন্তিম সময়ে
কে আর দেখিবে ;)
(যিনি জীবনেও সখা, আর মরণেও সখা,)
(সেই বাঁকা সখা বিনা তোমায় অন্তিম সময়ে
কে আর দেখিবে ;)
তাই বলি,—
হরিনাম সার কর মহারাজ !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

(প্রথম ব্রাহ্মণের প্রবেশ ও পরিক্রমণ।)

১ম ব্রাহ্মণ। হায়, ঋষিকুমার শৃঙ্গি, মহারাজ পরীক্ষিতকে নিদারুণ অভিসম্পাত ক'রে আজ কি অনর্থ ঘটালেন! আহা! যে ধার্ম্মিক-চূড়ামণির অধীনে থেকে আমরা নির্ব্বিঘ্নে যাগ যজ্ঞ তপস্যাদি পুণ্যকর্ম্মে কালাতিপাত কর্‌ছিলেম, তাঁর লোকান্তর গমনে কলির দৌরাত্ম্যে আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্থ হ'তে হবে।

(দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

২য় ব্রাহ্মণ। মহাশয়! কোথায় গমন কর্‌ছেন?

১ম ব্রাহ্মণ। আপনি কি জানেন না, আজ যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে! পাণ্ডবকুলতিলক রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপ-গ্রস্থ হয়ে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে মৃত্যু-কাল অপেক্ষা কর্‌ছেন। সমস্ত ঋষিমণ্ডলী তাঁকে বেষ্টন ক'রে রয়েছেন। আমিও সেইখানে গমন কর্‌ছি।

২য় ব্রাহ্মণ। আমিও সেইখানে গমন কর্‌বো। চলুন, একত্রে যাওয়া যাক্‌।

(নেপথ্যে। রক্ষা কর,—রক্ষা কর!)

১ম ব্রাহ্মণ। ওকি! দেখুন্ দেখুন্! একটী ব্রাহ্মণ প্রাণ-পণে এ দিকে দৌড়ে আস্‌ছে! উঃ! ওর পশ্চাতে একটা ভীষণ দস্যু। মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন, ঘটনাটা কি জানা যাক্‌।

(তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ চণ্ডালরূপী কলির প্রবেশ।)

৩য় ব্রাহ্মণ। মহাশয়! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন, দস্যু হস্তে প্রাণ যায়।

কলি। দস্যু কে এখনি জানা যাবে। এই দুইজন ভদ্রলোক আছেন, এঁদের নিকটেই বিচার হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। (কলির প্রতি) বাপু, ক্ষান্ত হও; তুমি যখন মধ্যস্থ মেনেছ আগে ঘটনাটা কি শুনি। (৩য় ব্রাহ্মণের প্রতি) ঠাকুর! কি হয়েছে বলুন্ দেখি?

৩য় ব্রাহ্মণ। মহাশয়! আমি রাজা পরীক্ষিতকে দর্শন করতে যাচ্ছিলেম, পথে বিষম রৌদ্রের তাপে পিপাসাতুর হ'য়ে একটী শসার ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ি; কিন্তু ক্ষেত্রপালকে সেখানে না দেখ্‌তে পেয়ে চতুর্গুণ মূল্য রেখে দুটী শসা তুলেছি মাত্র, এমন সময় এই পাষণ্ড আমার প্রাণ বিনাশ করতে উদ্যত হ'লো, আমি ভয়ে তাই পালিয়ে আস্‌ছি।

কলি। বাবা, বেশ সাজিয়ে মিথ্যা ব'লতে পার তো? মহাশয়! উনি যা বল্লেন তা একটীও সত্য নয়। তবে ওঁর ব্যবহারের কথা বলি শুনুন। এ দিকে উনি বাইরে দেখ্‌তে ব্রাহ্মণ; কিন্তু হাড়ির চেয়ে অধম।

১ম ব্রাহ্মণ। দুরাচার পাষণ্ড, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা! এখনো রাজা পরীক্ষিত মরেন নি, তুই চণ্ডাল হ'য়ে ব্রাহ্মণের অপমান করিস?

কলি। আপনারা রাগ করেন কেন, মধ্যস্থ হ'য়েছেন বিচার করুন! আমি জেতে চাঁড়াল, আর উনি ব্রাহ্মণ আমার শুয়ো-

রের ছানা দুটী চুরি করে এনেছেন, ফিরিয়ে দিন্ আর কোন কথা বলবো না।

৩য় ব্রাহ্মণ। হরি, হরি, হরি! এ কি কথা! এ বল্‌ছে কি?

২য় ব্রাহ্মণ। মহাশয়! আপনি বল্‌ছেন "ক্ষেত্র থেকে দুটী শসা এনেছেন্, আর ও বল্‌ছে "শোরের ছানা" ; ভাল আপনার ঝুলি থেকে বার্ ক'রে দেখান না কেন, তা হ'লেই এই দুরাচারকে এখনি দণ্ড দেব।

৩য় ব্রাহ্মণ। (বাহির করিয়া) এই দেখুন মহাশয়। (শোরের ছানা ভূমে পতন।)

১ম ব্রাহ্মণ। একি একি, ছি ছি ছি! ব্রাহ্মণ হ'য়ে আপনার এই কাজ? হা মহারাজ পরীক্ষিত! এখনো আপনি মরেন নি, এরি মধ্যে ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে কদর্য্যাচারী হ'লো! নারায়ণ—নারায়ণ, চল হে, আর এ স্থানে অবস্থান কর্‌বার প্রয়োজন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

কলি। কেমন ঠাকুর, এখন হ'য়েছে তো? তুমি কলির রাজ্যে বাস ক'রে সত্যযুগের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর্‌তে যাও! তুমি তা না ক'রে যদি তার সমুদয় ক্ষেত্র নষ্ট ক'রে আস্‌তে তা হ'লে আর তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো না।

৩য় ব্রাহ্মণ। হা দীননাথ! তুমি কোথায়? হা ধর্ম্ম! তুমি নাই? হা মহারাজ পরীক্ষিত! আপনি জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই কলি আপনার শাসন অতিক্রম কর্‌লে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত শ্রেণী।

(শুকদেব ধ্যানে নিমগ্ন, শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। (শুকদেবের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) শুকদেব! শুকদেব! এখানে নিভৃতে ব'সে কি ক'র্‌ছো?

শুক। নারায়ণ! নারায়ণ! আমি যে কি ক'র্‌ছিলেম তা কি আপনি জান্‌তে পারেন্‌নি?

কৃষ্ণ। তোমার আর কি ক'র্‌তে বাকি আছে বল দেখি? আমাকে কি আর তোমার জান্‌তে বাকি আছে? তুমি আর নারদ বই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী আর কে আছে? দেখ শুকদেব! আমার প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদও তোমাদের সমান নয়।

শুক। নারায়ণ! বেদ-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি ধ্যানস্থ হ'য়ে রয়েছিলেম।

কৃষ্ণ। শুকদেব! তুমি ধ্যানস্থ হ'য়ে বেদ-শাস্ত্রের কি মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌ছিলে?

শুক। (গীত)

নিরন্তর ত্রিতাপেতে দহে দেহ নারায়ণ।
শান্তিতরে চিন্তামণি তাই ডাকি অনুক্ষণ॥
ষড়্‌রিপু আছে ঘেরি, তাই হরি ভয় করি,
ছাড়িলে তিলেক তোমা, তারা করিবে তাড়ন॥
অহঙ্কার অভিমান, দেহে করে অবস্থান,
ক্ষণেকে প্রমাদে পাছে পড়ি ওহে ভগবান্;
নিয়ত তোমারে তাই হৃদয়ে করি ধারণ॥

কৃষ্ণ। না শুকদেব! তোমার সে ভয় নাই; তুমি যে জীবন্মুক্ত-পুরুষ। জীবন্মুক্ত-পুরুষগণ সংশয়-সঙ্কটে পতিতজনকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য মধ্যে মধ্যে সংসারে বিচরণ করেন। আজ তোমাকে সেইরূপ একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌বার জন্য আমি এখানে এসেছি।

শুক। নারায়ণ! আদেশ করুন, কি কার্য্য ক'রে আপ-নার প্রিয়ানুষ্ঠান ক'র্‌বো?

কৃষ্ণ। শুকদেব! আমার অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিত ব্রহ্ম-শাপে পতিত হ'য়ে আমায় ব্যাকুলচিত্তে ডাক্‌ছে, তার করুণ রোদনে আমার মন চঞ্চল হ'য়েছে। যাও শুকদেব! সত্বর তুমি পরীক্ষিতের নিকট গমন কর। তোমার পিতা ব্যাসদেব যে পাতকীদের ভব-সাগর পারের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তরণী ক'রেছেন—তুমি কাণ্ডারী হ'য়ে সেই তরণীতে আমার পরী-ক্ষিতকে ভবপারে নিয়ে এস।

শুক। নারায়ণ! আপনি যে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হন, আমাকে পাঠাচ্চেন কেন?

কৃষ্ণ। শুকদেব! আমি জানি যে, কর্ম্মে আর তোমার কোন আসক্তি নাই, কারণ পূর্ণজ্ঞানীদের দ্বৈতভাব থাকে না; বিশেষ পরীক্ষিতের নিকট তুমি আমার লীলা প্রকাশ ক'র্‌লে কেহ তোমাকে দ্বৈত-বাদী বল্‌বে না। আমাতে তোমার কায়মনচিত্ত নিবিষ্ট থাকুক, তুমি ছায়ারূপ ধারণ ক'রে পরী-ক্ষিতের নিকট গমন কর। আজ অবধি তোমার অপর একটী নাম "ছায়াশুক" রইল।

শুক। নারায়ণ! তুমিই কায়া—তুমিই ছায়া; তুমি এক হ'য়ে বহুরূপ ধারণ ক'রে সংসারে লীলা কর; কিন্তু ভক্তের নিকট আপনি স্বয়ং না গিয়ে, আমায় পাঠাচ্ছেন কেন?

কৃষ্ণ। শুকদেব! গুরুকরণ ব্যতিরেকে আমি কেমন ক'রে তার নিকট প্রকাশিত হব? পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব আমায় ডেকে ডেকে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়েছিল, তবুও বেদ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গুরুকরণ ব্যতিরেকে আমি তার নিকট উপস্থিত হ'তে পারিনি। তাই বল্‌ছি, তুমি তারে উপদেশ দাওগে। তোমাতে আমাতে প্রভেদ কিছু নাই। তোমার মুখে আমার লীলা প্রকাশ আরো মধুর হবে ব'লেই আমি তোমায় পাঠাচ্চি। তার পর আমি তাকে দেখা দেব। শুকদেব! জীবন্মুক্ত পুরুষের জগতে বিচরণ করার আরো তিনটী কারণ আছে।

শুক। নারায়ণ! সে তিনটী কারণ কি?

কৃষ্ণ। লোকহিতার্থে জীবন্মুক্ত পুরুষ যে স্থানে যান, সে স্থান তীর্থস্বরূপ হয়; যাঁকে দর্শন দেন, তিনি নিষ্পাপ হন; যাঁকে সম্বোধন করেন, তাঁর জ্ঞান লাভ হয়। অতএব, তুমি আমার পরীক্ষিতকে দর্শন দিয়ে সাদরে সম্ভাষণ করগে।

শুক।　　　　(গীত)

তবে যাই যাই হরি　　হে ভব কাণ্ডারি,
লইয়ে নূতন তরণী।
(দাও অনুমতি, ওহে ও শ্রীপতি।)
পার করিবারে,　　ভব-পারাবারে,
আমি হইয়ে নবীন পাটনী ॥
শ্রীহরি রক্ষিত,　　কোথা পরীক্ষিত,
আয় রে ভক্ত-চূড়ামণি।
(ধেয়ে ত্বরা আয়, কোল দে রে আমায়,)
তোরে ডাকিতেছে ঐ চিন্তামণি ॥

[উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাকূল।

(রাজা পরীক্ষিত, দেবর্ষি, মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ।)

পরী। মহর্ষিগণ! এ ক্ষত্রাধম মোহবশতঃ যে দুষ্কর্ম্ম করেছে তাতে কোনক্রমেই আপনাদের কৃপাপাত্র হবার যোগ্য নয়। তবুও যদি অধমের প্রতি কৃপা ক'রে দিগ্‌দেশ হ'তে সকলে সমাগত হয়েছেন, তবে বিচার ক'রে বলুন, এ নিদান সময় আমি কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্‌লে দারুণ দুষ্কৃতি হতে মুক্ত হব ?

১ম ঋষি। মহারাজ! আমরা সঙ্কল্প করেছি যে, আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত থেকে আপনার মঙ্গলসাধন কর্‌বো। আপনি ভগবৎভক্ত, ব্রাহ্মণ-হিতৈষী, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তপানুষ্ঠানে রত থাকুন।

২য় ঋষি। অথবা জীবিতকাল পর্য্যন্ত জপে যাপন করুন।

৩য় ঋষি। হাঁ, তপ জপ করা বিধি বটে ; কিন্তু এ সময় দান কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অতীব শ্রেয়ঃ।

(অবধৌত শুকদেব গোস্বামীর প্রবেশ।)

শুক। (গীত।)

ভজ নারায়ণ, কহ নারায়ণ,
গাহ নারায়ণ-গুণ-গান।
জপ নারায়ণ, স্মর নারায়ণ,
সঁপ নারায়ণে মন-প্রাণ ॥
নারায়ণ পরম-বেদ-সার,

নারায়ণ পরমাক্ষর ;
নারায়ণ জীবের পরা গতি,
নারায়ণ মুক্তি-নিদান ॥

১ম ঋষি। মহারাজ! আপনার আর কোন চিন্তার কারণ নাই। আপনার এই অকূল-বিপদ-সাগরের ভেলা স্বরূপ মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী আগমন কর্‌ছেন।

শুক। (গীত।)

কোথায় রাজা পরীক্ষিত! আয় রে।
কই রাজা পরীক্ষিত কোথায় আছিস্ রে।
আয় আয়, ও বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
আমি ভবপারে তোরে ল'য়ে যাব।
আমি কুরু-জাঙ্গালে ছিনু ধ্যানে ব'সে,
আহা এমন সময়ে
অনুপ-মুরতি নব-ঘন-শ্যাম,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম সুন্দর ঠাম ;
বাজে রুণু রুণু ব'লে চরণে নূপুর তার
বাম দিকে দোলে পীতাম্বর,
দক্ষিণে বনমালা, করে মোহন বাঁশী,
অধরেতে মৃদু হাসি ;
সহসা পরশি মোর পৃষ্ঠদেশে,
বলে, 'যারে শুকদেব,
তুই আমার অভিমন্যু-পুত্রকে
ভবপারে ল'য়ে আয় রে।
তোর পিতা পাতকীদের তরে

ভাগবত নামে নূতন তরণী করেছেন,
সেই তরণীতে তুই ভবপারের কাণ্ডারী হ'য়ে
আমার অভিমন্যু-পুত্রকে আমার কাছে এনে দেরে,'
ওরে এমন বৈষ্ণব তো আর দেখি নাই রে।

পরী। .(গীত।)

গুরো গো !
তোমার চরণ দরশন ক'রে আমি জানিলাম,
যে, এখন আমার আর
ভবপারে যাইবার কোন ভয় নাই ;
কিন্তু গুরো ! যদি এলে হে কৃপা করি,
আমার গতি কি হবে কি হবে বল গো !
ও গুরো ! আমি মোহবলে করেছি ব্রাহ্মণের অপমান,
যাতে পৈতৃক ধনকে না হারাই,
তার উপায় বল বল ও গুরো !
ওরে ও ঋষি-বালক ভাগ্যে আমায় শাপ দিয়েছিলি,
তাই এমন গুরুকে আজ ভবপারের
কাণ্ডারী পেলেম রে ;
আর জানিলাম, যে আমার পৈতৃক ধন কৃষ্ণ
আমায় পাতকী ব'লে ভোলেন নাই রে ॥

শুক। (গীত।)

ভয় কি রে পরীক্ষিত !
আমি তোরে ভবপারে নিয়ে গিয়ে,
তোর পৈতৃক ধন তোরেই দিব ॥

পরী। (গীত।)

দেখো, গুরো গো! দেখো দেখো গুরো গো!
তুমিও নূতন কাণ্ডারী আর আমিও নূতন পাতকী,
পাছে ভবজলধীর মধ্যস্থলে তরণী ডুবে যায়,
তা হ'লে তো আর আমার সেই পৈতৃক ধন
পাওয়া হ'লো না—হ'লো না।
আমি তাই ভয় করি, দেখ গুরো,
সাবধানে তরণী পার ক'রো হে॥

শুক। (গীত।)

ওরে পরীক্ষিত আমি তোরে
সামান্য তরণীতে পার ক'র্‌বো না।
এই ভাগবত নামে তরণী,
তাতে ভক্তিরূপ রজ্জু বাঁধা যে হরিনামের হাল্ আছে,
আমি সেই হাল্ ধ'রে তোর পৈতৃক ধন
বনমালি-রতন-চরণ স্মরণ ক'রে অনায়াসে
তোরে ভবপারে ল'য়ে যাব, ভয় কি রে পরীক্ষিত॥

পরী। গুরো গো! আপনার আশ্বাসিত বাক্যে যেন ভব-পারে আপনার সঙ্গে আমি যাচ্ছি, এমনি মনোমধ্যে বোধ হ'চ্চে; কিন্তু আবার একটী ঘটনা দেখে আমার মন যে অত্যন্ত ব্যাকুল হ'ল?

শুক। কি ঘটনা দেখছো?

পরী। গুরুদেব! ভব-নদীর অপর পারে একটী নবীন মেঘের উদয় হ'চ্চে, তাতে বিদ্যুৎও আছে—আর মেঘের শব্দও শুন্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু এ শব্দ অতি সুমধুর, মনোহর ব'লে

বোধ হচ্চে। গুরুদেব! বোধ করি তরীকে মধ্যস্থলে ডোবা-বার জন্তে ঐ মেঘের উদয় হ'লো।

শুক। (গীত।)

আহা ধন্য ধন্য পরীক্ষিত,
আয় আয় ওরে একবার আমার বক্ষে আয় রে ;
ওরে সে সামান্য নবীন মেঘ নয়,
ঐ যে নবীন নীরদ নিরখিলি
সেই নবজলধর শ্যামরূপ,
ব্রজের নটবর বেশ,
বিজলী-প্রভা প্রধানা প্রকৃতি সঙ্গে,
তোর হৃদয়-আকাশে উদয় হ'য়ে যে
বংশিধ্বনি করিছে,
তাতেই তোর মনোমোহন নবঘন গরজন
ব'লে অনুমান হতেছে।
ধন্য পরীক্ষিত!
ওরে এমন বৈষ্ণব রাজা আর দেখি নাই ॥

ভয় কিরে পরীক্ষিত, আমি পিতা ব্যাসদেবের মুখে যে অমৃত রস-পরিপূরিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ক'রেছি, যাতা সংসার-বিরাগী যোগীগণের মনকেও মুগ্ধ করে, আজ তোর নিকট সেই সকল সন্তাপহারি অভয়-প্রদ হরিগুণ-সংকীর্ত্তন ক'র্‌ব ; তা হ'লে আর তোর কোন ভয় থাক্‌বে না, আয় পরীক্ষিত, আমার সঙ্গে আয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য পথ।

(বটবৃক্ষমূলে তক্ষক-নাগ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত।)

তক্ষক। আজ পরীক্ষিতের জীবনের শেষ দিন। আজ নিয়তি-নিয়মে অবশ্যই তাঁকে দংশন করব; কিন্তু সেই ধার্ম্মিক রাজা সাধুজন-পরিবৃত হ'য়ে হরিনাম-সুধাপানে বিভোর হ'য়ে আছেন, এ সময়ে আমার মত সহস্র তক্ষক যদি তাঁকে দংশন করে তথাপি তাঁর মৃত্যু হবে না। এখন আমার উপযুক্ত অবসর অনুসন্ধান ক'রে কার্য্য করতে হবে।

(চারিজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

১ম ব্রা। ওহে, চল চল, আজ রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষক দংশন ক'রবে, এ সময়ে মন্ত্র-বলে, ঔষধি-বলে যদি তাঁকে পুনর্জ্জীবিত করতে পারি তা হ'লে বিস্তর অর্থ লাভ ক'রব।

২য় ব্রা। ভাই হে, তোমার সেই পা ঝাড়া মন্ত্রটা স্মরণ আছে? আগে আপ্তসার কর, তারপর তক্ষকের বিষ ঝাড়বে।

৩য় ব্রা। কোন্‌টা হে?

২য় ব্রা। ঐযে, দ্বিঘল্ নেজুট্ চাপট্ পা, বাঘা হরিণ ধ'রে খা; এ গাঁ ছেড়ে ও গাঁ যা; কার আজ্ঞে, বেঙো বাসুকির আজ্ঞে; বেঙো দূর—বেঙো দূর।

৪র্থ ব্রা। হাঁ হাঁ, আর একটী বলি শোন। ধর্ম্ম আন্‌লেন্ কোদাল, মহাদেব চাটন্তি বাট, নাগো বাগো ছাড়্‌গন্ ঘাট্; কার আজ্ঞে, বেঙো বাসুকির আজ্ঞে, বেঙো দূর—বেঙো দূর।

১ম ব্রা। ওহে বাপু, তাগা বাঁধাটা শোন, তার পর বিষ ঝাড়্‌তে যাবে। তাগা তাগা তাগা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এরা

তিন জন তিন নাগা; তাগা নাগ—তাগা নাগ—তাগা নাগ; কার আজ্ঞে, হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, শিগ্‌গির নাগ্যে।

তক্ষক। ওহে ও ব্রাহ্মণ, বলি শোন; একটী কথাই শোন। যদি শিরে সর্পাঘাত হয় তা হ'লে তাগা বাঁধবে কোথায়?

৪র্থ ব্রা। তখন অসারে জলসার করা যাবে। আর দাঁড়াতে পারিনে, এতক্ষণ বোধ হয় তক্ষক দংশন ক'ল্লে, তুমি আস্‌বে তো এস।

তক্ষক। আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, তোমরা অগ্রসর হও।

(ধন্বন্তরীর প্রবেশ।)

ধন্ব। আহা, দরিদ্র জীবনে ধিক্! কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় অবিশ্রান্ত পর্য্যটন ক'রে শেষে শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌লেম। বিধাতা বোধ হয় এ হতভাগার অদৃষ্টে কেবল কষ্টই লিখেছেন। হয় তো এতক্ষণ রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষক দংশন করেছে। না, না, আর বিলম্ব কর্‌ব না, এখনি গমন করি। (গমনোদ্যত)

তক্ষক। ও ঠাকুর,—ও ঠাকুর! শ্রান্ত হ'য়েছ একটু বিশ্রাম কর, আমিও সেখানে গমন কর্‌ব, চল একত্রে যাওয়া যাক্।

ধন্ব। না মহাশয়, আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না। ধার্ম্মিক-চূড়ামণি মহারাজ পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে, আমি পুনর্জ্জীবিত কর্‌বার উদ্দেশে গমন কর্‌ছি।

তক্ষক। কি বলচো, তুমি বাতুল নাকি! যার তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে তাকে তুমি জীবিত ক'র্‌বে? কি ব'ল্‌বো তুমি ব্রাহ্মণ, নৈলে আজ্ তোমায় দেখতেম।

ধন্ব। কে তুমি?—কি দেখ্‌বে? যদি ক্ষমতা থাকে তবে দেখাও, অবসর ছাড় কেন?

তক্ষক। আরে বিপ্রাধম! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! তুই

নাগরাজ তক্ষককে উপেক্ষা করিস্? এই দেখ্ আমিই সেই তক্ষক, আমি এই বট বৃক্ষকে দংশন করি, তুই একে পুনর্জ্জীবিত কর্। (তর্জ্জন গর্জ্জনে বট বৃক্ষকে দংশন ও বৃক্ষ ভস্মসাৎ হওন।)

ধন্ব। (ভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক) উঃ,—বাপ রে বাপ! কামড় বটে!! বিষ বটে!!! (মন্ত্র পাঠ করিয়া) এই নাও—এই নাও—এই নাও। (ভস্মক্ষেপণ ও বৃক্ষ সজীব হওন।)

তক্ষক। তাইতো ঠাকুর! তোমার মন্ত্র বটে!

ধন্ব। না, তোমার বিষ বটে!—কামড় বটে!!

তক্ষক। না, তোমার মন্ত্র বটে!! দ্বিজোত্তম! আমি স্বীকার কল্লেম্ যে তুমি রাজা পরিক্ষীতকে জীবিত ক'র্তে পার; কিন্তু ঠাকুর! আজ তুমি যদি আমার তীব্র হলাহলকে উপেক্ষা ক'রে রাজা পরীক্ষিতের জীবন দান কর, তা হ'লে অবনীতে আর যে কেউ ব্রাহ্মণকে মান্বে না। তুমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে ব্রাহ্মণের অপমান ক'র্তে চাও?

ধন্ব। না নাগরাজ, ব্রাহ্মণের অপমান ক'র্তে আমি কোন ক্রমেই প্রবৃত্ত হবনা; কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজাকে পুনর্জ্জীবিত করতে পার্লে প্রভূত সম্পত্তি লাভ ক'র্বো তাই গমন কর্ছি।

তক্ষক। হে বিপ্রকুলতিলক! আমি তোমাকে অদৈন্য করবার জন্য এই মহামূল্য মণি প্রদান কর্ছি, গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রতিগমন কর। পরীক্ষিতের আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে, আর তাঁকে পুনর্জ্জীবিত কর্তে প্রয়াস পেও না। (মণিপ্রদান)

ধন্ব। (গ্রহণ করিয়া) যথা আজ্ঞা নাগরাজ, তবে আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

তক্ষক। আর না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আবার কি ব্যাঘাত ঘটে।

(ব্রাহ্মণবেশী কলির প্রবেশ।)

কলি। মহাশয়! এই বেলা আসুন—এই বেলা আসুন, শুকদেবের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সাঙ্গ হ'য়েছে, রাজা পরীক্ষিতও মৃত্যুকালকে সহিষ্ণু-চিত্তে অপেক্ষা কচ্চেন্, সমাগত ব্রাহ্মণগণ ফল পুষ্প ল'য়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করছেন্, আমিও ব্রাহ্মণ বেশে বদরী ফল দিয়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রবো, আপনি কীটরূপে ইহাতে প্রবিষ্ট হ'ন্।

তক্ষক। ভাল, তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

গঙ্গাতট।

(এক মঞ্চোপরি শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিযুক্ত ও অন্য মঞ্চে রাজা পরীক্ষিত প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণ ও ঋষিমণ্ডলী যথা স্থানে উপবিষ্ট। পাঠান্তে শুকদেবের গাত্রোত্থান ও সকলের তথা করণ।)

শুক। মহারাজ! ও পাণ্ডুকুলতিলক! ওহে বৈষ্ণব-চূড়ামণি পরীক্ষিত! পূর্ব্বে শ্রমণ্ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে যে মধু-মাখা ভাগবৎ সংহিতা শুনিয়েছিলেন, মহর্ষি নারদ আবার যে নিখিল বেদ তুল্য সংহিতা আমার পিতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে উপদেশ ক'রেছিলেন, এই তো সেই মধুর সুতার সুধার ভাণ্ডার হরিলীলা-গাথা তোমায় শুনালেম, এখন বল বল, ওহে মহারাজ! তোমার আর কি শুনতে বাসনা হয়?

(গীত।)

কিন্তু বাড়বানল বেষ্ঠিত
ভব-জলধি পার হবার আর উপায় নাই হে,
বিনা হরিনামের ভেলা।
আমি শ্রীহরির আদেশে তব পাশে এসে,
শুনাইনু এই হরিলীলা।
রাজন্, মায়ার সৃজিত মনের বচনে,
ভয় ক'রো না ক'রো না আর মরণে ;
জনম মরণ মায়ার সৃজন জেনেও কি তা জান না।
শিয়রে শমন সময় নাই আর,
কর হরিপদ সার এই বেলা।
চিত্তে চিন্ত চিন্তামণি, কর আত্মায় আত্মায় যোজনা,
অনুভব তব, হবে না হবে না, তক্ষক দংশন যাতনা,
শান্ত হবে তব চিন্তা-সাগর,
দাও হরিনামের দৃঢ় বেলা ॥

পরী। (গীত।)

গুরো গো! আজ আমি অনুগৃহীত হলেম্।
তব কৃপায় আজ আমার
মনের ভাবনা বিদূরিত হ'লো হে।
তব শ্রীমুখ হ'তে হরি কথা শুনে
(আজ আমি) ধন্য হ'লেম।
আমার পৈতৃক ধন বনমালী রতন,
গুরো গো, সেই পাণ্ডুকুলের
সর্ব্বস্বধন বনমালী রতন,

আমি হারিয়েছিলেম ;
আজ তোমার দয়ায় সেই হারান রতন
পুনঃ পেয়ে চরিতার্থ হ'লেম্।

কিন্তু গুরুদেব ! এখন আমার আর মর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না।

শুক। কেন পরীক্ষিত ? আমার মুখে ভাগবত শুনে কি তোমার এখনও ভ্রম গেল না ? এই যে আমি তোমায় বুঝালেম যে, জীবের আত্মার ধ্বংস নাই। যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ ক'রে জীব নূতন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহের আশ্রয় লয় মাত্র ; তবে আর তোমার মর্‌তে ভয় কি ?

পরী। (গীত।)

গুরো গো ! আমি মরিতে ভয় করি নাই ;
কেবল এই মাত্র বাসনা,
আরো কিছুদিন যদি আমি বাঁচিতাম,
তা হ'লে তব মুখে
সুধা-মাখা আরো হরি-গুণানুগান শুনতে পেতেম,
আমার হরিনামের পিপাসা এখনও মিটে নাই ;
নাম সুধাপানে প্রাণের পিপাসা মিটে নাই ;
হরি-লীলা শ্রবণে প্রাণের পিপাসা মিটে নাই ;
তাই বলি গুরো গো ! আমি মরিতে ভয় করি না ;
কেবল মনো-আশা আমার পূরিল না।

শুক। (গীত।)

আরুহ আরুহ, পরিহরি ভয় মোহ,
মম চালিত নব তরণী।

আমি তরণী এনেছি,
তোমায় ভবপারে লব ব'লে তরণী এনেছি,
ভাগবত নামে এই যে তরণী এনেছি !
হবে কুতুহলে পার, সংসার-সাগর,
ভয় ক'রো না ক'রো না,
আর ফিরিতে হবে না,
সংসার-সাগরে আর ভাসিতে হবে না।
(তোমায়) ডাকিছে শ্রীহরি আপনি ॥
কোলে আয় আয় আয় ব'লে ডাকিছে,
বলে কোথায় পাণ্ডব-রতন,
কোলে আয় আয়,
তুই যে আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধন।

[শুকদেবের প্রস্থান।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে উপবেশন।)

পরী। হায়, আজ সপ্তম দিবস পূর্ণ হ'ল, কেন আমায় এখনও তক্ষক দংশন করলে না ? ঋষিগণ ! বিপ্র-মণ্ডলী ! বুঝি এ অভাগার দুষ্কৃতি ভঞ্জন আর হ'ল না। হায় অকারণে ব্রাহ্মণ-অপমান ক'রে এখনও কেন আমি জীবিত রৈলেম্ ? শৃঙ্গি হে ! তোমার নিদারুণ শাপ কেন এখনও আমায় ফলছে না ? তক্ষকের তীব্র দংশনে কেন এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হ'ল না ?

১ম-ঋ। পাণ্ডুকুলতিলক ধার্ম্মিক-চূড়ামণি পরীক্ষিত ! তোমার প্রাণ বহির্গত হ'লে যে দুরন্ত কলির একাধিপত্য হবে, তা হ'লে যে আমরা কেহই জীবিত থাকব না। তোমার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত

তাই আমরা সকলে সমবেত চেষ্টা কর্‌ছি। সর্প-মন্ত্র-বিদ্ বিদ্যাধরগণকে নিযুক্ত করেছি, স্থানে স্থানে স্তূপাকারে ঔষধি সকল সংস্থাপন করেছি, তক্ষক কখনই তা অতিক্রম ক'রে তোমাকে দংশন কর্‌তে সক্ষম হবে না।

পরী। ঋষি হে! তবে কি এ অভাজন ব্রাহ্মণের অপমান ক'রে নিষ্কৃতি পাবে? না ঋষি! তা কখনই হবে না—তা কখনই হবে না! ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণের অপমান কখনই সহ্য করবেন্ না।

২য়-ঋ। মহারাজ! আপনি এক স্তম্ভবিশিষ্ট উচ্চ মঞ্চে আরোহণ ক'রে আছেন, চতুর্দ্দিক হ'তে বিদ্যাধরগণ সর্প-মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ছেন, তক্ষক কখনই তা অতিক্রম ক'রে এখানে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে না।

(দ্বারীর প্রবেশ।)

দ্বারী। মহারাজ! আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্য ব্রাহ্মণগণ ফল পুষ্প লয়ে অপেক্ষা করছেন, অনুমতি হ'লে রাজ সম্মুখে আনয়ন করি।

পরী। সে কি, সে কি দ্বারি! আমার নিকট সর্ব্বদাই তো ব্রাহ্মণের দ্বার অবারিত, কেন তবে তাঁদের অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ? একেবারে আমার নিকট আন নাই? হায়! এ দুর্ভাগা ব্রাহ্মণের অপমান ক'রে জীবিত আছে ব'লে কি তাই তুমিও আজ ব্রাহ্মণের অপমান ক'রতে সাহসী হ'লে?

দ্বারী। মহারাজ! মহারাজ! দাসের দোষ মার্জ্জনা করুন।

[প্রস্থান।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।)

সকলে। মহারাজের জয় হ'ক। (ফল পুষ্প প্রদান ও পরীক্ষিত মস্তকে ধারণ।)

ব্রাহ্মণ-বেশী কলি। মহারাজের জয় হ'ক্। (ফল পুষ্প প্রদান।)

পরী। (গ্রহণান্তে) সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, সন্ধ্যা সমুপস্থিত হ'ল, এখনও তো তক্ষক এল না! আমি ব্রাহ্মণের অপমান ক'রে আর এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করিনে।

সকলে। সে কি মহারাজ! সে কি মহারাজ!

পরী। এর মধ্যে একটা বজ্রকীট দেখ্‌তে পাচ্চি যে! ঋষিগণ! মন্ত্রিগণ! আমার শেষ সময় সমুপস্থিত হ'য়েছে। যদি আমি কখন ধর্ম্মের আশ্রয় ল'য়ে থাকি, যদি শ্রীহরির চরণে আমার মতি থাকে তা হ'লে এই কীট যেন তক্ষকের রূপ ধারণ ক'রে ব্রাহ্মণের মান রক্ষা করে। (মস্তকে ধারণ ও কীট ভয়ঙ্কর সর্পে পরিণত ও মস্তকে দংশন।)

(গীত।)

কোথা মা উত্তরা! কোথা পুত্র জন্মেজয়!
একবার দেখে যাও!
একবার দেখে যাও! দেখে যাও!
এই পরীক্ষিতের পরিণাম একবার দেখে যাও।
যে হরি আমায় মাতৃগর্ভে ব্রহ্মঅস্ত্র হ'তে
আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলেন,
আজ সেই পাণ্ডুকুল-নাথ
ব্রাহ্মণের অপমান করাতে
আর আমায় রাখ্‌তে পার্‌লেন না।
দেখো পুত্র! সাবধান,
আজ থেকে আমার বংশে আর কেউ যেন
ব্রাহ্মণের অপমান করে না।

এখন কোথায় শ্রীহরি, কোথায় দীনবন্ধু,
কোথায় পাণ্ডবকুল-নাথ !
কোথায় শ্রীহরি দাসে দয়া করি' দাও চরণ-তরি,
আমি প্রাণে মরি দাও চরণ-তরি ;
একবার ব্রজের নটবর বেশে
আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও হে ;
এই পাণ্ডুকুলে অন্যরূপ তো জানেনা ;
বামে ল'য়ে কিশোরীরে অধরে ধ'রে বাঁশরীরে,
মধুর মধুর নূপুর-রোলনে শ্রবণ সফল কর হে ;
বংশিতানে প্রণব গানে প্রাণে পীযূষ ঢাল হে।
ক্ষুধা মিটিবে একেবারে ক্ষুধা মিটিবে,
নয়নের শ্রবণের প্রাণের ক্ষুধা মিটিবে,
সুধাপানে ক্ষুধা মিটিবে !
একবার দেখা দাও,
পাণ্ডুকুলের চিরসখা একবার দেখা দাও ;
কখন তো ভোলো নাই,
এই পাণ্ডুকুলের প্রার্থনা তো কভু ভোলো নাই ;
আমার পৈতৃক ধন, চরণ রতন,
আমার শিরোভূষণ কর হে।
দেরি ক'রো না—ক'রো না,
তা হ'লে তো দেখা হবে না হবে না ;
আমার প্রাণ-প্রদীপ নিভে গেলে
দেখা হবে না হবে না।

আমার পৈতৃক ধন চরণ রতন,
আমার শিরোভূষণ কর হে !
একবার ব্রজের নটবর বেশে
আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও হে ;
ওহে দীন-তারণ, অধম-শরণ,
অভয় চরণ দাও হে ;—
শিরোপরি অভয় চরণ দাও হে।
আজ তোমার পরীক্ষিতের অন্তিম সময়,
দয়াময়—দয়াময়—দয়াময়—হ—রি !

(মৃত্যু।)

যবনিকা পতন।